NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এক হীরক বন্দরের হীরক দ্যুতির গল্প

মুখ্যমন্ত্রীর আসার অপেক্ষায় চাকলা ধাম ৫

কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৩১ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.9.2023, Vol.17, Issue No. 99, 8 Pages, Price 3.00

শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে এশিয়া কাপ জয় ভারতের, ম্যাচ সেরা সিরাজ

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর: শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অষ্টম বারের জন্যে এশিয়া কাপ জিতল ভারত। ফাইনালে তারা জিতেছে ১০ উইকেটে। শ্রীলঙ্কার তোলা ৫০ রান কোনও উইকেট না হারিয়েই তুলে নেয় ইন্ডিয়া। তবে রবিবারের ম্যাচ এমন একপেশে হতে পারে তা কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি। বিশেষ করে পুরো টুর্নামেন্ট এবং গত দু-বছরে শ্রীলঙ্কার অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর, ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে এমন হতশ্রী চেহারা ধরা পড়বে তা অতিবড় ক্রিকেট বোদ্ধাও ভাবেননি। এখানে বলতেই হয়, ওডিআই ফরম্যাটে টানা ১৩টি জয়ের রেকর্ড গড়েছিল শ্রীলঙ্কা। সুপার ফোরে ভারতের কাছে জয়ের রথ থামে। এবারের টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল বৃষ্টি। তবে বৃষ্টি এদিন ভারতের জয়ের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হয়েই দাঁড়ায়নি। বিশ্বের দ্বিতীয় দল হিসেবে শ্রীলঙ্কা টানা জয়ের রেকর্ড গড়লেও ফাইনালের চাপ নিতে ব্যর্থ।

১০ উইকেটে জয় ভারতের।
ঈশান কিষান ২৩ আর শুভমানের ২৭ রান।
এক ওভারে চার উইকেট সিরাজের।
বোলিং পরিসংখ্যান ৭-১-২১-৬।
ম্যাচ সেরা-সিরাজ।

এদিকে এক ওভারে ৪ উইকেট সহ মোট ৬ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন সিরাজ। তিনে নামা কুশল মেন্ডিস ছাড়া শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডারকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিয়েছেন সিরাজ-বুমরা। ইনিংসের প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ধাক্কা দেন জসপ্রীত বুমরা। এরপর দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক উইকেট তুলে নিতে থাকেন সিরাজ। চতুর্থ ওভারে সিরাজ যা জাদু দেখালেন, তা ভোলার নয়। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে সিরাজ তুলে নেন পাথুম নিশঙ্কার (২) উইকেট। রবীন্দ্র জাডেজা ডানদিকে লাফ দিয়ে দু'হাত দিয়ে ক্যাচ ধরে নেন। পরের বলটা ডট হয়। এরপর ওভারের তৃতীয় বলে সাদিরা সমরবিক্রমা এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন। রিভিউ নিয়েছিলেন। কাজে লাগেনি। পরের বলেই চরিথ আসালঙ্কাকে ফেরান সিরাজ। কভারে ক্যাচ নেন ঈশান কিষাণ। শূন্যে ফেরেন আসালঙ্কা। এর পরের বল ধনঞ্জয় ডি সিলভা মিড অনের দিকে মারেন। এরপর সিরাজ চতুর্থ ওভার শেষে ধনঞ্জয় ডি সিলভাকেও ওই চার রানেই প্যাভিলিয়নের পথ দেখান সিরাজ। সিরাজের কাছে এই ম্যাচে হ্যাটট্রিকের সুযোগও ছিল। কিন্তু, সেই সুযোগ অল্পের জন্য তিনি হাতছাড়া করে ফেলেন। কিন্তু, একই ওভারে ৪ উইকেট শিকার করে তিনি যে শ্রীলঙ্কার কোমর ভেঙে দেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এরপর ষষ্ঠ ওভারে অধিনায়ক দাসুন শানাকাকে বোল্ড আউট করেন সিরাজ। মাত্র ১২ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় টানা সাত ওভারের স্পেল শেষে সিরাজের বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৭-১-২১-৬।

৫০ রানে শ্রীলঙ্কার ইনিংস গুটিয়ে যাওয়ার পর ভারতের কাছে জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। চ্যালেঞ্জ ছিল কত তাড়াতাড়ি তারা শেষ করতে পারে ম্যাচ। সেটাই হল। মাত্র ৬.১ ওভারে শেষ হল এশিয়া কাপের ফাইনাল। ১০ উইকেটে জিতল ভারত। আর সেটার জন্য রোহিত শর্মা ভরসা রাখতে দেখা গেল ঈশান কিষান ও শুভমান গিলের ওপরেই। তবে তখনও অনেকেই আশা করছিলেন, ভারতের বোলিং স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে শ্রীলঙ্কা পাল্টা লড়াই দেবে। কিন্তু সেটা দূরে থাক। তার কাছ পর্যন্ত যেতে পারল না তারা। ভারতের থেকে বোলিং না শিখে নিজেদের স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে নেমেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্লেয়াররা। ফলে পেস বা স্পিন কোনও কিছুতেই কাজে এল না। তিন ঘণ্টারও কম সময়ে ম্যাচ শেষ করল ভারত। ঈশান কিষানের ২৩ রান আর শুভমানের ২৭ রানের সুবাদে মাত্র ৬.১ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় টিম ইন্ডিয়া। এদিনের এই জয়ে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে পরপর সাফল্য এলেও মাল্টি টিম ইভেন্টে ট্রফি খরা কাটল ভারতের।কারণ, আইসিসি টুর্নামেন্টে শেষ ট্রফি এসেছে ২০১৩ সালে। তেমনই মাল্টি টিম ইভেন্টে এর আগে ট্রফি ২০১৮ সালে এশিয়া কাপে।

রবিবারের ম্যাচের সেরা সিরাজ। তবে ম্যাচ শেষে 'ম্যাচের সেরার আর্থিক পুরস্কার মাঠকর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি জানান, 'ওঁরাই আসল নায়ক। ওরা না থাকলে টুর্নামেন্টটাই হয়তো সম্পূর্ণ হত না।'

ট্রেনের ২য় শ্রেণির কামরায় চেপে বার্সেলোনায় মমতা, মঙ্গলে হচ্ছে শিল্প সম্মেলন

বার্সেলোনা, ১৭ সেপ্টেম্বর: স্পেন সফরে চার দিন মাদ্রিদ ঘুরে ও জরুরি বৈঠক সেরে রবিতে সৈকত শহর বার্সেলোনায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মমতাকে ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে যেতে বললেও, সেই অনুরোধ সরিয়ে ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণির সওয়ারি হয়ে তিনি পৌঁছন বার্সেলোনায়। মঙ্গলবার এখানেই শিল্প সম্মেলন রয়েছে তাঁর। এদিন ট্রেন সফরের মাঝে নিজের আসন ছেড়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাদ্রিদে শিল্প বৈঠক, ক্রীড়া বৈঠকের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র সেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখেন রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম ও ট্রফি ক্যাবিনেট। বার্সেলোনায়ও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক কর্মসূচি। ফলে সোমবার থেকে ঠাসা কর্মসূচি থাকছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারও আগে রবিবার বিকেলে ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলন অনুষ্ঠান।

স্পেন সফরে ফের বড় সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লা লিগা কর্তৃপক্ষকে কলকাতার কিশোর ভারতীয় স্টেডিয়াম দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা যাওয়ার পথে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, স্পেন সফরের শুরুতে গত বৃহস্পতিবার লা লিগার কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয়, বঙ্গ ফুটবলের জন্য কলকাতার বুকে অ্যাকাডেমি গড়বে লা লিগা। খুব শীঘ্রই লা লিগার একটি প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসবে। এই অ্যাকাডেমি গড়ার যাবতীয় জমির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এই ঘোষণার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন লা লিগার সভাপতি জাভিয়ের তেভাস এবং প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। স্পেনের বুকে সেই প্রতিশ্রুতির পর এবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, লা লিগার যাতে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করতে কোনওপ্রকার সমস্যা না হয়, সেই কারণেই কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, ভারত তথা বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি অ্যাকাডেমি গড়তে চায় লা লিগা। সংস্থার সভাপতি জাভিয়ের তেভাস এই নতুন দিক নিয়ে খুবই আশাবাদী। নতুন প্রতিভা খুঁজে আনতে সব উদ্যোগ লা লিগার তরফ থেকেই নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। আলোচনার শেষে দুই পক্ষের মধ্যে একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'আমি শুধু চাই বাংলার ফুটবলের উন্নয়নে একটি বিশ্বমানের ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে উঠুক।' এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে সদাসচেষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। ফুটবল ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ময়দানের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের পরিকাঠামোর উন্নতিকল্পেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার এই নয়া পদক্ষেপ। লা লিগার জন্য কিশোর ভারতীয় স্টেডিয়াম দিতে চলেছেন মমতা।

লা লিগা কর্তৃপক্ষকে কলকাতার কিশোর ভারতীয় স্টেডিয়াম দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা যাওয়ার পথে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার মাদ্রিদের মাটিতে পা রেখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তার পর টানা তিনদিন চলেছে লগ্নি কর্মসূচি। ক্রীড়া থেকে শিল্পক্ষেত্র, ভাষা থেকে শিক্ষা, একাধিক মউ স্বাক্ষর হয়েছে। চেরি অন দ্য টপ-শিল্পসফরে ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝোড়ো ব্যাটিং। স্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যেও প্রবল আগ্রহ ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে। তাঁদের আগ্রহও 'দিদি'। মাদ্রিদের সফল সফরে একজনের নাম করতেই হয়, তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েক।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শান্তিনিকেতন: ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছিল বাংলার দুর্গাপুজো। এবার ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় স্থান পেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। রবিবার এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তা ঘোষণা করল ইউনেস্কো। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'আমি খুব আনন্দিত এবং গর্বিত যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শহর শান্তিনিকেতন এখন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্ববাংলার গর্ব, শান্তিনিকেতনকে লালন করেছেন কবি।' মমতা টুইট করেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার গত ১২ বছর ধরে এর পরিকাঠামো উন্নয়নের করে গিয়েছে। এখন তাকে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। তিনি কুর্নিশ জানান সেই সব মানুষকে, যাঁরা বাংলাকে ভালবাসেন, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতৃত্বের বার্তাকে ভালবাসেন। তিনি লেখেন, 'জয় বাংলা, গুরুদেবকে প্রণাম।' শান্তিনিকেতন মূলত বিশ্ববিদ্যালয় শহর হিসেবে পরিচিত সকলের কাছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা নির্মিত একটি আশ্রম ছিল এখানে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ এসে এক পরম ঈশ্বরের ধ্যানে সময় কাটাতে পারতেন ' শান্তিনিকেতনে।' পরে নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি এবং কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই শান্তিনিকেতন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে স্কুল এবং ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর পথ চলা শুরু। ১৯৫১ সালে এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। তবে গত কয়েক মাসে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইউনেস্কোর হেরিটেজের তালিকায় যে নাম উঠতে পারে শান্তিনিকেতনের, তা চলতি বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরের দিনই ইঙ্গিত দিয়েছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি এক্সে লিখেছিলেন, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে সারা দেশের জন্য সুখবর। শান্তিনিকেতনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।'এই প্রস্তাব দিয়েছিল ইউনেস্কোর উপদেষ্টা সংগঠন ইকোমস। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে সেই ঘোষণা করল ইউনেস্কো। এর আগে এই রাজ্যের দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন এবং সুন্দরবন ইউনেস্কোর এই হেরিটেজ তালিকায় উঠে এসেছে। তবে সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং টয়ট্রেনের সঙ্গে নীলগিরি পাহাড় ও শিমলার রেলগাড়িও গৌরবের শরিক। আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে দুর্গাপুজোকেও স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এ বার শান্তিনিকেতন। ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় তা একক ভাবেই জায়গা করে নিল।

জন্মদিনে পরতে পরতে চমক, পিএম বিশ্বকর্মার সূচনা, উদ্বোধন 'যশোভূমি'-র

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: ঘোষণা হয়েছিল আগেই। কথা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ৭৩ তম জন্মদিনে বিশ্বকর্মা পুজে আগে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা করলেন তিনি। একইসঙ্গে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনাকেও এগিয়ে দিলেন 'নমো'। বিশ্বের দরবারে দেশের পণ্য-সামগ্রী-সহ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও দেশীয় শিল্পীদের শিল্পকলা তুলে ধরতে উদ্যোগ নেন তিনি। জন্মদিনেও সেই বার্তা দিলেন মোদি। রবিবার ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। তাঁর জন্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা গান গাওয়া হয় সংস্কৃত ভাষায়। জন্মদিনে মোদি পরেছিলেন তাঁর চেনা পোশাক। ফুলহাতা মোদী কুর্তা, তার উপর জ্যাকেট এবং চুড়িদার। ফিকে আকাশ নীল কুর্তার উপর গাঢ় নীল জ্যাকেট পরেছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল সাদা রঙের চুড়িদার পাজামা।

রবিবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দিল্লির দ্বারকায় ঝাঁ চকচকে বিশাল কনভেনশন সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার (আইআইসিসি)-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এর নাম রাখা হয়েছে 'যশোভূমি'। দিনভর মোদিকে দেখা যায় খোশ মেজাজে। যশোভূমির উদ্বোধনের আগে দিল্লি মেট্রোর একটি নতুন বর্ধিত অংশের উদ্বোধন করতে দ্বারকা স্টেশনে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে মেট্রোয় সফর করেন ২ কিলোমিটার পথ। মেট্রোর সওয়ারি হয়ে কথা বলেন কচিকাঁচাদের সঙ্গে। মন রাখতে বাচ্চাদের সঙ্গে সেলফিও তোলেন। আবার পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা সূচনার পাশাপাশি দেখা করেন আসল 'বিশ্বকর্মা'দের সঙ্গে। এদিন 'যশোভূমি'-তে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিলেন শিল্পীরা। সে সব ঘুরে দেখে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জন্মদিনের উদ্‌যাপনের পরতে পরতে এ বার ছিল দেশীয় সংস্কৃতির ঝলক। নিজের বিশেষ নিরাপত্তার গাড়ি ছেড়ে মোদী সফর করেন দিল্লি মেট্রোয়। জন্মদিনে 'প্রিয় দেশবাসী'কে একটি অনুরোধও করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'সামনে উৎসবের মরশুম, গণেশ চতুর্থী, দীপাবলি, ধনতেরস আসছে। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, এই মরশুমে আপনারা যখন কেনাকাটা করবেন, তখন বিদেশি জিনিস কিনবেন না। বদলে স্বদেশী দ্রব্য কিনুন। দেশের সংস্কৃতি এবং কারিগরীকে উৎসাহ দিন।'

মোদির জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর। সাধারণত এই দিনই বিশ্বকর্মা পুজো হয়। যদিও বাংলা ক্যালেন্ডারে এ বছর বিশ্বকর্মা পুজো পড়েছে ১৮ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোমবার। মোদী অবশ্য যশভূমিতে বললেন রবিবারই 'বিশ্বকর্মা জয়ন্তী'। এমনকি, কনভেনশন সেন্টারের বিরাট বিশ্বকর্মার মূর্তিতে ফুল দিয়ে পুজোও করেন তিনি। আর বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যেই মোদী বলেন, তাঁর নতুন পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পটি হবে দেশের বিশ্বকর্মাদের জন্য। 'দেশের বিশ্বকর্মাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে সরকার। ১৮টি পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পে ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।'

জন্মদিনে মেট্রোয় কচিকাঁচাদের সঙ্গে সেলফি তুলছেন নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে অন্যান্যদের মতো নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। অভিষেক লিখেছেন, 'সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে জন্মদিনের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।' শুভেচ্ছা জানানোর তালিকায় ছিলেন মন্ত্রিসভায় মোদির সতীর্থ অমিত শাহ, এস জয়শঙ্কর প্রমুখ।

ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় রবিতেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক জেলাশাসকদের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিদিনই প্রায় ঝিরে ঝিরে বৃষ্টি। আনাচ-কানাচ জমা জলে বাড়ছে মশার লার্ভা। ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায়জরুরি বৈঠক হল নবান্নে। রবিবার ছুটির দিনে তড়িঘড়ি বৈঠকে তলব করা হয় জেলাশাসকদের। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।

তবে বৈঠক শেষে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন স্পেনে। স্বরাষ্ট্র সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম নবান্ন থেকে এদিন ডেঙ্গু নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। স্বাস্থ্য সচিব সাংবাদিকদের বলেন, ' ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এখন প্রায় দেড় হাজার মানুষ ভর্তি আছেন। তাদের মধ্যে ২৫ জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। যা অন্যান্য বারের মতোই। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম ভাবে প্রস্তুত আছে।' হাসপাতাল গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত ও প্লেটলেট মজুত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব জানান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪পরগনা,নদিয়া হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদের মতো কয়েকটি জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওই সব জেলার জেলাশাসকদের বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠায় সীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ওইসব জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। গতবারের থেকে এবছর ডেঙ্গু পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। ১৬০টি সরকারি হাসপাতাল এবং ৯৮ টি পুরসভায় ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনো ৯ লক্ষ মানুষের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। যা গতবারের তিনগুণ বেশি। ২৪ ঘণ্টাই রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে। তবে প্রশাসনিক তৎপরতার সঙ্গে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকেও সচেতন ভাবে এগিয়ে আসার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব আহ্বান জানিয়েছেন। মশার বংশবিস্তার রুখতে আবর্জনা ও জল জমা আটকাতে, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সম্পূর্ণভাবে বয়কট করতে তিনি আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে জ্বর আসার দু'দিনের মধ্যে রক্ত পরীক্ষা করতেও সাধারণ মানুষকে আবেদন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব।

গতি পেয়েছে কলকাতা মেট্রোর পার্পল করিডরের কাজ, শুরু ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে একটি মেট্রো প্রকল্প জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডর। যা পরিচিত পার্পল মেট্রো করিডর নামেও। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই করিডরের উদ্বোধন করা হয়। এদিকে কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, বেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের কাজ। এর মধ্যে মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পৌঁছেছে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড অর্থাৎ আরভিএনএল ৪৮ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এদিকে এই মাঝেরহাট-এসপ্ল্যানেড সেকশন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে, কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ তারাতলা, বেহালা, ঠাকুরপুকুর এবং জোকা এলাকাগুলি সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা অনেক সহজ এবং মসৃণও হবে।

এই পার্পল লাইন প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের কথাও। ভিক্টোরিয়া স্টেশন পার্পল লাইনের চারটি ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। এই স্টেশনটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাশে মাটির নীচে নির্মাণ করা হবে। এই স্টেশন চালু হওয়ার পর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই এই আইকনিক স্মৃতিস্তম্ভ দেখার অনেক বেশি সুযোগ পাবেন বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এর ঠিক পাশাপাশি রয়েছে কলকাতার আরও দুই দ্রষ্টব্য। তার মধ্যে একটি হল এম.পি. বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম অর্থাৎ বিড়লা তারামণ্ডল এবং তার ঠিক পাশেই সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। আর এই ভিক্টোরিয়া স্টেশনটি রবীন্দ্র সদন, নন্দন, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম, বিখ্যাত পিজি হাসপাতাল (আইপিজিএমইআর ও এসএসকেএম হাসপাতাল)-এর বিকল্প প্রবেশপথ হবে। শুধু তাই নয়, শহর ও শহরতলির মানুষ ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যেতে পারবেন, যা 'গড়ের মাঠ' নামেই সবার কাছে পরিচিত।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্প্রতি আরভিএনএল হাতে নিয়েছে। আরভিএনএল এই ভূগর্ভস্থ স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রায় ৫০০০ বর্গ মিটার এলাকা ব্যারিকেড করার কাজও শুরু করেছে। এই স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে কলকাতা ময়দানের ফাউন্টেন অফ জয় ভেঙে ফেলতে হবে। তবে মেট্রোর সমগ্র কাজ শেষ হওয়ার পর আবার এর পুনর্নির্মাণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি লাগানো হবে বেশ কিছু গাছও। বর্তমানে আরভিএনএল-এর ইঞ্জিনিয়াররা নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে সমগ্র কাজের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই স্টেশনটি মেসার্স লারসেন এবং টুব্রো লিমিটেডের নির্মাণ করতে চলেছে কাট ও কভার পদ্ধতির সাহায্যে। প্রথমে ব্যারিকেড তৈরি করে শুরু হবে ৩২৫ মিটার দীর্ঘ ভিক্টোরিয়া স্টেশনের জন্য ডায়াফ্রাম ওয়াল নির্মাণের কাজ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজের আগে কম্পনের মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে। কারণ, কম্পনের প্রভাব কতটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপর পড়বে তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই স্টেশনের নির্মাণ কাজের সময় ময়দান এলাকায় বায়ু ও শব্দদূষণ কমাতে এবং ভিক্টোরিয়া ও তার আশপাশের নান্দনিক দৃশ্য বজায় রাখতেও বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হাওড়াতে প্রধানমন্ত্রীর জমজমাট জন্মদিন পালন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করছে তার অনুরাগীরা। সেভাবেই তার দীর্ঘ আয়ু কামনা করে রবিবার উত্তর হাওড়া বিধানসভার অন্তর্গত গঙ্গার তীরে নামাক গোলা ঘাটে এক বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। উক্ত পুজোয় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই ও তার স্ত্রী হাওড়া পুর নিগমের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি গীতা রাই সহ বিজেপির অন্যান্য কর্যকর্তারা। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু লোককে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়।

একইভাবে শিবপুর বিধানসভা এলাকার দক্ষিণ হাওড়া মণ্ডল ১ তরফ থেকে কেক কেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করা হয়। এর পাশাপাশি এলাকার পথ চলতি মানুষদের লাড্ডু খাইয়ে তাদের মুখ মিষ্টি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির ছবিতে প্রতীকী কেক খাওয়ানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির হাওড়া জেলার সদর সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা।

নিঃশর্তে মিল খোলার হুঁশিয়ারি শ্রমিক নেতা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই বন্ধ হয়ে গেল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল। শ্রমিক-মালিক কাজিয়ার জেরেই ওই মিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উইন্ডিং বিভাগের দু'জন শ্রমিকের বিবাদ হয়েছিল। ক্ষমাপত্র দেওয়া সত্ত্বেও, ওই দুই শ্রমিককে গেটের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্ষোভে রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এদিন বিকেলে মিলের গেটে তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, জুটমিলে সমস্যা স্বাভাবিক ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দু'জন শ্রমিকের বিবাদ হয়েছিল। পরবর্তীতে শ্রমিকরা 'মাফিনামা' দিয়েছে। তবুও ওদের কাজে নেওয়া হয়নি। সাংসদের হুঁশিয়ারি, ঝামেলা মিটিয়ে নিঃশর্তে অবিলম্বে মিলে উৎপাদন চালু করতে হবে। শ্রমিকদের পুজোর বোনাস দিতে হবে। নইলে তারা আন্দোলন জারি রাখবেন। শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের লোকজন মিলে ঠিকাদারি রাজ কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্থায়ী ও স্পেশাল বদলি শ্রমিকদের পরিবর্তে ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। সাংসদের দাবি, বাম আমলে শেষের পথে চলে গিয়েছিল জুটশিল্প। টানা ৩৪ বছর ওরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলেছে। আর স্লোগান তুলেছে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দিতে হবে। কিন্তু জুটমিল শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস মেলেনি। সাংসদ আরও বলেন, বাম আমলেই গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সময় থেকে তিনি লড়াই করে এখানকার শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতের নাম সৌমেন পাল (৪০)। এলাকায় তিনি বড় বাবু হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। রবিবার সকালে বাড়ির বারান্দায় তাঁকে ঝুলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রোগ-ব্যাধিতে ভুগছিলেন ওই যুবক। চিকিৎসা করেও সুস্থ না হওয়ায় ওই যুবক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। অপরদিকে এদিন সকালে বাড়ি সন্নিহিত আমবাগানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। মৃতার নাম মিনা রুইদাস (৪১)। হালিশহর জেটিয়া থানার মাঝিপাড়ার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন।

বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে চক্ররেল পরিষেবাতে নিয়ন্ত্রণ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকর্মা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে ছয় দিনের জন্য চক্ররেল ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলেই রবিবার পূর্ব রেল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল।

বিশ্বকর্মা প্রতিমা নিরঞ্জনের কারণে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার) পর্যন্ত বিকেল ৪টে থেকে সকাল ৭টা অবধি চক্ররেলে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

নিয়ন্ত্রিত হওয়া ট্রেনগুলি হল। চক্ররেলের তিনটি ই.এম.ইউ. লোকাল (৩০৩১২, ৩০১৫২ এবং ৩০৩১৪) যাত্রা সংক্ষিপ্ত করে কলকাতা স্টেশনে যাত্রা করবে এবং তিনটি ই.এম.ইউ. লোকাল (৩০৩৩১, ৩০১১১ এবং ৩০৩১৩) কলকাতা থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের দুই জোড়া ই. এম. ইউ. লোকাল (৩০১২২, ৩০১২৩, ৩০১৫৪ এবং ৩০১৩৫) ঘুরপথে যাবে এবং শিয়ালদহ (নর্থ) স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করে সেখান থেকেই পুনরায় সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের এক জোড়া ই.এম.ইউ. লোকাল (৩০৭১১ এবং ৩০৫৫২) বালিগঞ্জ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করে সেখান থেকেই পুনরায় সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের এক জোড়া ই.এম.ইউ লোকাল (৩০১১২ এবং ৩০৩১৭) কাঁকুড়গাছি-বালিগঞ্জ রুট হয়ে যাবে এবং বালিগঞ্জ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ থেকেই পুনরায় সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

চক্ররেলের এক জোড়া ই.এম.ইউ. লোকাল (৩০৪১৬ এবং ৩০৪৫১) মাঝেরহাট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করে সেখান থেকেই পুনরায় সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

এছাড়াও, চক্ররেলের একটি লোকাল (৩০৩৩২) কাঁকুড়গাছি রোড সং বালিগঞ্জ রুট হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ বিধায়ক পবন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন। কিন্তু হাসপাতালের বেহাল পরিস্থিতি দেখে এদিন উষ্মা প্রকাশ করলেন বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। এদিন তিনি রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। পবন বলেন, রোগীরা তাঁর কাছে জানান চিকিৎসার রিপোর্ট পেতে তাদের দেরি হচ্ছে। পবনের আক্ষেপ, হাসপাতালে চিকিৎসার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকায় অন্য হাসপাতালে রোগীদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। যদিও হাসপাতালের পরিকাঠামোর পরিবর্তনে তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থ দিতে প্রস্তুত ভাটপাড়ার তরুণ বিধায়ক পবন কুমার সিং। তবে হাসপাতালে অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে এদিন তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, এখানকার স্টাফরা ঠিকমতো বেতন পাচ্ছেন না। তাই কাজের প্রতি তাদের অনীহা এসে গেছে। ভিন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের উদাহরণ টেনে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, নির্বাচনের প্রচারে ছত্তিশগড়ে গিয়ে তিনি দেখেছেন ওখানকার সরকারি হাসপাতাল পুরো ঝকঝকে। কিন্তু এখানকার হাসপাতাল অপরিস্কার। এদিনের ফল বিতরণ কর্মসূচিতে বিধায়ক ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির ভাটপাড়া মণ্ডল-১ প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ ঘোষ, মণি চক্রবর্তী, শম্ভু অধিকারী, অরুণ সিং-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অতীতের শেফিল্ড থেকে বর্তমানের রুগ্ন শিল্প নগরী হাওড়া, মূর্তির বদলে ঘটেই হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: একদিন পর বিশ্বকর্মা পুজো। এই পুজো গৃহস্থের বাড়িতে সে ভাবে না হলেও যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আর্থিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশ্বকর্মা পুজো করে থাকেন। আর হাওড়ার মতো পুরাতন শিল্প নগরীতে এক সময়ে ধুমধাম করে পুজো হলেও বর্তমানে সেই জৌলুসের কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। একের পর এক ছোট বড় কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, কোথাও ধুঁকতে থাকা ছোট কারখানার মালিকদের আর্থিক অবনতি হাওড়া শহরে শিল্পের অবলুপ্তির পথেই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে চলেছে অতীতের শিল্প নগরীর জৌলুশ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ অতীতের শিল্প নগরীর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হাওড়ার ইছাপুর এলাকায় বেশির ভাগ কারখানাতেই ঘট বসিয়ে নমঃ নমঃ করেই পুজো সম্পন্ন করা হয়। আগের তুলনায় এখন ব্যবসায় এসেছে মন্দা। কারখানার কারিগররা জানান, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘট পুজো করা হয়। এছাড়াও কাজের অবস্থা আগের থেকে অনেকটা খারাপ। হাওড়ার দাস নগর এলাকা তথা ইছাপুর এলাকাতে ছোট বড় লেদ মেশিনের কারখানা রয়েছে। সেখানেও বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ঘট বসিয়েই পুজো সম্পন্ন করা হয়। ব্যবসার হাল মন্দ হওয়ার জন্য শ্রমিকদের সংখ্যাও দিনের পর দিন কমেছে। এই সকল লেদ কারখানাতে অতীতে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার শিল্পের জৌলুশ তলানিতে এসে ঠেকার কারণে এই ব্যবসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম।

ওই এলাকার একটি লেদ মেশিন কারখানার শ্রমিক মানস মান্না বলেন, ' আমাদের ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে পুজোর আগের দিন কারখানা পরিষ্কার করা হয়। পরের দিন ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়। তারপরে আমরা বাড়ি চলে যাই।'

ওই এলাকার লেদ কারখানার মালিক মন্টু সাধুক বলেন, 'এই কারখানা আমি ১৫ বছর ধরে চালাচ্ছি। এখানে ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়। মূর্তি আনলে দুবেলা পুজো করতে হবে। শ্রমিকের অভাব তাই ঘটেই পুজো করা হয়। ব্যবসার অবস্থা খুব ভালো নয়। এক কথায় চলার মতো চলছে। আমরা রেলের ও গ্যাস কাটিংয়ের কাজ করি। আগে যে ব্যবসা ছিল এখন আর সেটা নেই।'

অতীতের শিল্পের শেফিল্ড তকমাতে ভূষিত হাওড়ার শিল্প নগরীর পুনরুদ্ধার কি ভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা তাই নিয়ে আলোচনা চলেই আসছে। যদিও অতীতের কৌলিন্য থেকে বর্তমানের ধুঁকতে থাকা হাওড়া শিল্প নগরী রয়েছে তার গৌরবময় অতীতের স্মৃতিচিহ্নকে বুকে নিয়ে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই শে সেপ্টেম্বর। সোমবার, ৩১ ভাদ্র। তৃতীয়া তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় । হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন ,তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ।ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি , মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন , তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল,কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

(আজ শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। গ্রামীন অরন্ধন পুজো। কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় র ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর, ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত

রেফা:- এ্যাক্ট ৩৯ রুল কেশ নম্বর ১০/২০২৩

দরখাস্তকারী:- **শ্রী রাখাল বিশ্বাস** পিতা শ্রী অজিত বিশ্বাস, সাকিম উর্দ্দিবাজার, পিলখানা, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন কোড নং ৭১২১৩৬।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীর পিসি মাতা স্বর্গীয় সুজাতা দে সরকার স্বামী স্বর্গীয় কানাইলাল দে সরকার বিগত ইংরাজী ১৮/০৭/২০২২ তারিখে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে উক্ত সুজাতা দে সরকার মহাশয়া ৩০/০১/২০১৯ তারিখে দরখাস্তকারীকে এক্সিকিউটর হিসাবে মনোনীত করিয়া চন্দননগর রেজিস্ট্রী অফিসে ৩ নং বহিতে ০৬০৪ নং ভল্যুমে ৬৫ হইতে ৭৮ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ০০০০৪/২০১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত উইল সম্পাদন করেন। দরখাস্তকারী উক্ত উইলের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট লইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা মনোনীত ব্যক্তি মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানীর আদেশ প্রচারিত করা হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা ও এ ডি এস আর অফিস ও মৌজা চন্দননগর, জে এল নং ১, সীট নম্বর ৩, আর এস দাগ নং ৪৪৩, এল আর দাগ নং ৬০৪, এল আর খতিয়ান নং ১০৫০, বাস্তু সম্পত্তির পরিমাপ ২ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট মায় তদুপরিস্থিত একতল গৃহাদি।

যাহা চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত নাড়ুয়া সরকার পাড়া ফাস্ট লেনে অবস্থিত ২ নং ওয়ার্ডের পুরাতন ৫৭৮ নং এবং নূতন ৬৪৯ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

তপন কুমার সাউ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, চন্দননগর,
১২.০৯.২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার

এসিবি-র স্ক্যানারে পুলিশ কনস্টেবল মনোজিতের কোটি টাকার সম্পত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ কনস্টেবল মনোজিৎ বাগীশের কোটি টাকার সম্পত্তি। এবার রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার নজরে কনস্টেবল মনোজিতের বিপুল সম্পত্তির নেপথ্যে শুধুমাত্র 'তোলাবাজি' না অন্য আরও কিছু। এদিকে অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হাওড়া গ্রামীণে কর্মরত ছিলেন তিনি। এই সময়কালে তাঁর সম্পত্তির বৃদ্ধি নজর কাড়া। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বেতন বাবদ তাঁর বেতন বাবদ আয় ১০ লক্ষ টাকা, কিন্তু ওই সময় কালে ফিক্সড ডিপোজিট ৪০ লক্ষের বেশি। কী করে একজন বেতনভুক্ত কর্মীর এত দ্রুত এতটা টাকা বৃদ্ধি পেল তা এখন এসিবি-র স্ক্যানারের নীচে।

এই সূত্র ধরেই এসিবি-র তদন্তকারীরা খোঁজ চালাচ্ছেন, সেই সময়কালে তার বিরুদ্ধে কোনও তোলাবাজির অভিযোগ এসেছিল কী তা নিয়েও। শুধু তাই নয়, মনোজিৎ বাগীশের সময় কালে তার সঙ্গে এই ধরনের কাজের সূত্র ধরে আর কোনও পুলিশ কর্মীরও সম্পত্তির বেলাগাম বৃদ্ধি হয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে মনোজিতের সঙ্গে অন্য কোনও পুলিশ কর্মী যোগ

রয়েছে কিনা তাও। এদিকে এসিবি সূত্রে এ খবরও মিলেছে, মনোজিৎ বাগীশের স্ত্রী ও অন্য কোনও ঘনিষ্ঠর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা সরেছে কি না তাও যাচাই করে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মনোজিতের বাড়ি বারুইপুরে। তিনি রামপুরহাট থানায় কর্তব্যরত ছিলেন। আয় বহির্ভূত সম্পত্তি রাখার দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন শাখা। এই ধৃত কনস্টেবলের মোট সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ, জীবনবিমা, স্থায়ী বিনিয়োগের মতো একাধিক বিষয়। পুলিশে সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজিতের মোট ৭৬ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সন্ধান মিলেছে।

এ ছাড়া মোট ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৯১ টাকার এলআইসি পলিসিও উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেখা গিয়েছে, তিনি বান্ধবীকে মোট ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দামের গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোটা রাজ্যে যে ভাবে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে কপালে ভাঁজ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে প্রশাসনের শীর্ষকর্তা থেকে চিকিৎসকদের। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে এই মুহূর্তে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ২৭২। এর মধ্যে শহরাঞ্চলে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫১। গ্রামাঞ্চলে আক্রান্ত ১০ হাজার ৩২১। এরই মাঝে এদিক ওদিক থেকে আসছে মৃত্যুর খবরও।

স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে এও জানানো হয়েছে যে, রানাঘাট, আমডাঙা, বনগাঁ, চাকদা, কালিয়াচক, সিঙ্গুর, চন্ডীতলার মতো একাধিক জায়গা বিগত কয়েকদিনে অনেকটাই বেড়েছে ডেঙ্গির প্রকোপ। মোটের উপর গ্রামীণ এলাকগুলিতেই ডেঙ্গুর প্রকোপ সবথেকে বেশি।

এদিকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর পরিচালিত একটি অনাথ আশ্রমে সাতজন পড়েছেন ডেঙ্গুর কবলে। সাতজন ম্যালেরিয়ার কবলেও পড়েছেন। অনাথ আশ্রমের একাধিক

জায়গায় মিলেছে ডেঙ্গুর মশার লার্ভা। ঘটনায় নিজের দলের কাউন্সিলরের দিকে তোপ দেগেছেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ। পাল্টা তোপ দেগেছেন ওই কাউন্সিলরও। এই প্রসঙ্গে শনিবার খোদ কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, গুলি বন্দুক দিয়ে নয়, পুরসভার আইন মেনেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমলেও ডেঙ্গুর প্রকোপ এবার অনেকটাই বেশি তা শনিবার মেনে নিতে দেখা যায় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। এরপরই তিনি জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধের অ্যাকশন সব সময় নেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে মেয়র এও জানান, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর এই সময় পর্যন্ত শহরে প্রায় ২০০০ ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কম। তবে সেই অনুপাত ধরলে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাতশোর বেশি। পুরসভা সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ২৭০০ জন। সূত্রের খবর, গত বছর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল প্রায় দু'হাজার। সোজা কথায় ডেঙ্গু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। এরই মাঝে পাল্লা দিয়ে চড়ছে রাজ্যের ডেঙ্গুর গ্রাফ।

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই মরসুমে দ্বিতীয়বারের জন্য ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক রোগীই আসছেন। গত বারের তুলনায় এই পর্যায়ে রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানাচ্ছেন, আক্রান্ত হওয়ার প্রথম চার থেকে পাঁচদিনের মধ্যে রোগীকে ও রোগীর চিকিৎসককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো হবে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়েও।

মহিলা চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চালু হেল্প লাইন নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহিলা ক্যাব চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সর্বক্ষণের জন্য একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হল স্টেট অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ডের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি সর্বক্ষণ নজরদারি চালাতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও চালু করা হয়েছে। যেখানে কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে লাইভ লোকেশান পাঠানো যাবে। শুধু তাই নয়, গিল্ডের তরফ থেকে সমস্ত মহিলা চালকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। যেখানে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। মহিলা চালকদের জন্য যে হেল্পলাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে, সেটি হল ৮৯১০০৭৯২১২। আর যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি চালু করা হয়েছে সেটি হল ৯৮০৪৪৫৮০৪৫।

গিল্ডের তরফ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ, গত মঙ্গলবার এক মহিলা ক্যাব চালককে এক মাঝবয়সি ব্যক্তি হোটলের ঘরে ডাকার পাশাপাশি শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করে। বিষয়টি গিল্ডকে জানানোর পর, ওই ব্যক্তিকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই এই পদক্ষেপ করা হয় গিল্ডের পক্ষ থেকে।

নয়া এই পদক্ষেপ সম্পর্কে স্টেট অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ডের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রতিদিনই অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সময় ব্যয় করতে হয় চালকদের। আর মহিলাদের কাছে এটা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে যখন কেউ কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে রাইড চান। এ ব্যাপারে মঙ্গলবারের ঘটনাটি তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে বলেও দাবি করা হয় সংগঠনের তরফ থেকে। আর সেই কারণেই সংগঠনের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এবার থেকে মহিলা চালকদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে আরও সজাগ থাকা হবে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হেল্পলাইন এবং হোয়াটস অ্যাপ নম্বর ছাড়াও, মহিলা ক্যাব চালকদের কাছে একটি নির্দেশিকাও পাঠান হচ্ছে, যাতে তাঁরা বাইরে থাকাকালীন নিজেদের লাইভ লোকেশান শেয়ার করেন। কারণ সেই সময় তাঁরা বিপদে পড়লে যাতে দ্রুত তাঁদের সাহায্য করা যেতে পারে।

সংগঠনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, বর্তমানে শহরে প্রায় ২৩ হাজার ক্যাব চালক রয়েছেন। তার মধ্যে ২০ জন মহিলা। অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে মহিলা ক্যাব চালকের সংখ্যা ০.১ শতাংশর কাছাকাছি।

এদিকে পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুসারে বেশিরভাগ ক্যাবে প্যানিক বোতাম ইনস্টল করা হয়েছে, যেটি যাত্রীদের পাশাপাশি চালকরাও প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে গিল্ডের তরফ থেকে এও জানানো হয়, 'মহিলারা সবেমাত্র এই পেশায় আসতে শুরু করেছেন। কিন্তু মঙ্গলবারের ঘটনা, তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এতে অনেক সময়ই তাঁরা পেশা ছেড়ে দেন। আমরা চাই না এমনটা হোক, তাছাড়া আমরা আমাদের মহিলা সহকর্মীদের জন্য একটি সুরক্ষিত জায়গা তৈরি করতে চাই।' একইসঙ্গে সংযোজন, 'পুলিশ ও প্রশাসন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই আমরা আমাদের মহিলা শাখাকে নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে তাঁরা আরও বেশি সংখ্যায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হন।'

কাঁকিনাড়ার গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুম্বইয়ের পর গণেশ পুজোর সুখ্যাতি রয়েছে মিশ্র ভাষাভাষীর কাঁকিনাড়ায়। এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে দু'শো পুজো হয়ে থাকে। এখনকার বেশ কয়েকটি পুজো নজরকাড়া। তবে গণপতি বাপ্পার আরাধনা ঘিরে এখানে একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রতিযোগিতাও চলে। রবিবার সন্ধেতে কাঁকিনাড়ার জাগৃতি সংঘ শীতলা মন্দির কমিটির পুজোর উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। পুজোর উদ্বোধন করে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত কাঁকিনাড়ায় সমস্ত পুজো হয়ে থাকে। তবে কাঁকিনাড়ার গণেশ পুজোর সুখ্যাতিও রয়েছে। সাংসদের দাবি, মুম্বাইয়ের পর গণেশ পুজোর খ্যাতি রয়েছে এই কাঁকিনাড়ায়। জাগৃতি সংঘ শীলতা মন্দির কমিটির অন্যতম উদ্যক্তা মন্নু সাউ বলেন, তাদের পুজো এবারে ৬৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবারে পুজোর থিম হুগলির রাজহাট গ্রামের 'লাহিড়ি বাবার আশ্রম'।

এদিন পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সত্যেন রায় ও সীমা মণ্ডল, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও কানাই জয়সওয়াল, রাজ কুমার যাদব প্রমুখ।

১৯ ঘণ্টা পর কেষ্টপুর খাল থেকে উদ্ধার উদয়নপল্লির যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেষ্টপুর: শনিবার রাতে কেষ্টপুর উদয়নপল্লিতে লোহার ব্রিজ থেকে কেষ্টপুর খালে পড়ে যান এক যুবক, এমনটাই খবর আসে পুলিশের কাছে। যদিও স্থানীয়দের অনেকেরই দাবি, ওই যুবক পড়ে যাননি। ঝাঁপ দিয়েছেন। এখানেই উঠে আসছে মানসিক অবসাদের কথা। যুবকের নাম গৌতম মল্লিক। তিনি উদয়নপল্লি এলাকার বাসিন্দা। এরপর চলে রাতভর তল্লাশি। রবিবার সকালেই বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা কেষ্টপুর খালে নামেন। নৌকো নিয়ে চলে তল্লাশি। খোঁজ চালাচ্ছে বাগুইআটি থানার পুলিশও। ১৯ ঘণ্টা এমন তল্লাশির পর অবশেষে উদ্ধার হয় উদয়নপল্লির এই যুবকের দেহ।

এদিকে গৌতমের পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন থেকেই ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন এই গৌতম। তবে তিনদিন আগে তিনি মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। এই সময়ই তিনি তাঁর গাড়ির চাবি নিজের গাড়িতে না লাগিয়ে অন্যের গাড়িতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই ঘটনা স্থানীয়দের নজরে আসতে তাঁরাই খ

বর দেন পুলিশে। এরপর পুলিশ এসে ধৃত গৌতমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সঙ্গে নিয়ে যায় তাঁর গাড়ি। পুলিশের তরফে এও জানানো হয়, থানায় এসে বৈধ কাগজপত্র দেখালে তারপরই ছাড়া হবে গাড়ি। এই প্রসঙ্গেই গৌতমের পরিবারের সদস্যদের দাবি, এ ঘটনার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন গৌতম। সেই কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকতে পারেন। এদিকে এই ঘটনায় তদন্তে নামে পুলিশ। তারা জানতে চান, সম্প্রতি কোনও বিষয়ে পারিবারিক কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তা নিয়েও। তদন্তকারী আধিকারিকেরা কথা বলেন, গৌতমের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এরই পাশাপাশি বাগুইআটি থানার তরফ থেকে দাবি করা হয়, নিখোঁজ যুবকের বাড়ি থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। কালো কালিতে লেখা ওই সুইসাইড নোটে যুবক তাঁর মৃত্যুর জন্য কাউকে কাঠগড়ায় তোলেননি। তবে প্রতিবেশীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন, বাইকটি রাখা রয়েছে বাগুইআটি থানায়। সেটা যেন বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়।

পাশাপাশি বাগুইআটি থানার তদন্তাকারী আধিকারিকেরা এও জানতে পারেন, গৌতমের বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে আগেই। অভিযোগ ছিল কাকা-জ্যাঠারা সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। সেই কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। এরপর আবার রোজগারের একমাত্র অবলম্বন বাইকটিকে পুলিশ আটক করলে আর ঠিক থাকতে পারেননি। তখনই কেষ্টপুর উদয়নপল্লির খাল থেকে ঝাঁপ দেন গৌতম মল্লিক নামে ওই যুবক।

লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন সজ্জন সিং নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, সংস্থার নামে বাজার থেকে টাকা তুলেও অ্যাকাউন্টে জমা করেননি। শেষপর্যন্ত এই প্রসঙ্গে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয় সংস্থার তরফ থেকে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থকে নগদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়।

কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ধৃত সজ্জন সিং উত্তরপাড়ার সাধক রামপ্রসাদ রাও রোডের বাসিন্দা। ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে হানা দেয় হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সজ্জন সিংয়ের কাছ থেকে নগদ ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করেছে। পাওয়া গিয়েছে একটি ল্যাপটপ, মোবাইল ও সোনার হারও।

লালবাজার সূত্রে এ খবরও মিলছে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছিলেন এসআই ডি কেশ এবং এসআই তুমনাথ তিওয়ারি। তদন্তে নেমে তাঁরা জানতে পারেন, ওষুধের সংস্থায় ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন সজ্জন সিং। তাঁর দায়িত্ব ছিল সংস্থার হয়ে বাজার থেকে টাকা তোলা। সংস্থার নামে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা তুললেও সংস্থার অ্যাকাউন্টে সেই পরিমাণ টাকা জমা পড়েনি। এরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে উত্তরপাড়ার বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরলে ক্ষতির মুখে পড়বেন বহু ব্যবসায়ী

শুভাশিস বিশ্বাস

বেসরকারি বাস মালিকদের মূল দাবি ছিল ভাড়া বৃদ্ধি। এবার এই বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে চেপে বসেছে আরও বেশ কিছু ইস্যু। যার একটি হল কলকাতার মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা থেকে বহুকালের পুরনো বাস স্ট্যান্ড সরানোর কথা। আর এই বাস স্ট্যান্ড সরানো নিয়ে চলছে এক আইনি লড়াইও। আর দ্বিতীয় ইস্যু হল, যে সব বাসের ১৫ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে তা রাস্তা থেকে তুলে নিতে হবে। বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই দু'টি সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা না হলে বেসরকারি বাস মালিকদের পক্ষে কলকাতার রাস্তায় বাস চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। পাশাপাশি এ দাবিও করা হচ্ছে যে, যে কোনও রাজ্য সরকারের মুখ হল গণ পরিবহণ ব্যবস্থা। সেই গণপরিবহণ ব্যবস্থা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক জানান, ভারতের যে কোনও মেট্রোপলিটন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে রয়েছে বাস স্ট্যান্ড। এর পিছনে প্রধান যে কারণ তা হল, যাঁরা শহরের বাইরে থেকে আসেন তাঁরা অতি সহজেই তাঁদের প্রয়োজনীয় বাস খুঁজে পেতে পারেন শহরের প্রাণ কেন্দ্রে পৌঁছলেই। আর কলকাতা শহরের প্রাণ কেন্দ্র এই ধর্মতলা থেকে মূল রেল স্টেশন শিয়ালদার দূরত্বও বেশ কম। ফলে আম-জনতার সুবিধার কথা ভেবেই শহরের প্রাণ কেন্দ্রেই রাখা উচিত মূল বাস স্ট্যান্ড। এই প্রসঙ্গে বেসরকারি বাস সংগঠনের সম্পাদক এ পরামর্শও রাজ্য সরকারের কাছে রেখেছেন যে, এখন যে অবস্থায় আছে ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলা। তাতে বাঁচবে বেসরকারি পরিবহণ শিল্প, পাশাপাশি সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষজনও।

এই বাস স্ট্যান্ড সরানো নিয়ে যে প্রধান বিষয়টি উঠে এসেছে মামলায় তা হল ধর্মতলায় বাস স্ট্যান্ড থাকার জন্য প্রবল দূষণের জেরে সমস্যা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ার। মামলাকারীর এই বক্তব্যকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেসরকারি সংগঠনের সম্পাদক জানান, এই মুহূর্তে কলকাতা শহরে দৈনিক প্রায় ১৪ লাখের বেশি ছোট-বড় গাড়ি চলে। সেখানে বাসের সংখ্যা নগণ্য। দ্বিতীয়ত, ধর্মতলায় যে বাস স্ট্যান্ড রয়েছে তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও বহু মানুষের রুজি-রোজগার। গণ-পরিবহণকে এক বৃহৎ শিল্প

হিসেবে দেখলে তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু অনুসারি শিল্পও। নানা ধরনের দোকান (বিশেষত খাবারের) রয়েছে এখানে। রয়েছে ধর্মতলার মতো বিরাট এক মার্কেট। যেখানে প্রত্যন্ত জেলার মানুষেরা পৌঁছে গেলেই সব জিনিস পেয়ে যান অতি সহজেই।

এরই পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে রাজ্যের বহু ছোট ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা চাঁদনি চক ও বড়বাজার থেকে জিনিস পত্র কিনে সহজেই বাসে করে ফের চলে যেতে পারেন তাঁদের গন্তব্যে। ফলে ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানো হলে তাতে শুধুমাত্র বাস মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, ক্ষতির মুখে পড়বেন একাধিক ব্যবসায়ীও। আর এই সব ছোটখাটো ব্যবসা মার খেলে কর্মহীন হয়ে পড়বেন বহু মানুষ। আর সেই কারণেই মহামান্য আদালত ও সরকারের কাছে বেসরকারি সংগঠনের তরফ থেকে অনুরোধ তাঁদের এই আবেদন চিন্তা করে দেখার। একটি মেট্রোপলিটন শহরের লাইফ-লাইন যেখানে বেসরকারি বাস সেখানে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত রাজ্য এবং আদালতেরও।

হরিদেবপুরের রাস্তার ওপর মিলল বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিদেবপুর: খাস কলকাতায় বোমাতঙ্ক। রবিবার সাতসকাল হরিদেবপুরের রাস্তায় ওপর মেলে বোমা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় হরিদেবপুর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডেও। কিছুদিন আগেও হরিদেবপুর এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছিল। পরপর একই এলাকা থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে রোজকার মতোই কলকাতা পুরসভার সাফাই কর্মীরা রাস্তা ঝাঁট দিতে এসেছিলেন। তখনই হরিদেবপুরের ব্যানার্জী পাড়ার বকুলতলায় ভ্যাটের মধ্যে ব্যাটারি ও তারযুক্ত একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। সন্দেহ হয় বিস্ফোরক কি না তা নিয়ে। দ্রুত খবর যায়, হরিদেবপুর থানায়। পুলিশ এসে বোমা উদ্ধার করে জলের বালতি রেখে বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেয়।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই হরিদেবপুর থেকে বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। খাস কলকাতা থেকে এভাবে বারবার বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে। কলকাতার বুকে কোথা থেকে এত বোমা আসছে, কোন উদ্দেশে একই এলাকায় বারবার বোমা রাখা হচ্ছে, তা নিয়েও পুলিশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। আর ছুটির দিন সকালে এধরনের ঘটনায় আতঙ্কিত হরিদেবপুরের বাসিন্দারা।

ফ্ল্যাট প্রতারণায় নয়া তথ্য ইডি-র হাতে, নুসরতের দাবি ঘিরেও উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড'-এর নামে নয়া বেশ কিছু নতুন তথ্য এসেছে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তদন্তকারীদের হাতে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ওই সংস্থার অডিট রিপোর্টে 'নুসরত জাহান রুহি'র সই রয়েছে সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, সংস্থার সেই সময়ের ডিরেক্টর ব্যাংক কর্মীদের ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে প্রতারণার বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন কি না তা নিয়েই। এদিকে নুসরত কিন্তু প্রথম থেকেই দাবি করেছেন, এই সংস্থার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর পদে ছিলেন তিনি। এই সংস্থা কী ব্যবসা করে, কাদের সঙ্গে ব্যবসা করে, ব্যাংক কর্মীদের সংগঠনের সঙ্গে কী ডিল হয়েছিল, কিছুই জানেন না। ওই সংস্থা থেকে তিনি কোনও আর্থিক

সুবিধাও নেননি। একবার ঋণ নিয়েছিলেন, তাও শোধ করে দেন।

এদিকে সংস্থার ব্যালান্স শিটেই দেখা যাচ্ছে সংস্থার অ্যাকাউন্টে ব্যাংক কর্মীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ২২ কোটি টাকা। নুসরতের উপস্থিতিতে বোর্ড মিটিংয়ে ব্যাংক কর্মীদের জমি বন্ধক দেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে বলেও ইডি সূত্রে খবর। তাহলে নুসরতের দাবি ও বাস্তবিক যে ছবি, সেখানে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই তথ্য হাতে আশার পর ইডির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ওই সংস্থার নথি দেখে প্রাথমিকভাবে অন্তত মনে হচ্ছে নুসরত সবটাই জানতেন। ফ্ল্যাট প্রতারণার তদন্তে আরও একাধিক সংস্থার নাম উঠে আসছে বলেও দাবি ইডির। বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ঋণ দেওয়া নেওয়ার হদিশ মিলেছে তদন্তে। একাধিক ব্যক্তির নামও এসেছে এই ঋণ দেওয়া নেওয়ার তালিকায়। এরমধ্যে আবার দু'টি সংস্থায় রাকেশ সিং ও রূপলেখার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলেও ইডি সূত্রে খবর। এরই রেশ ধরে এ প্রশ্নও উঠেছে, ঋণের আড়ালে টাকা পাচার হত কি না তা নিয়েও। ইডি সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, আগামী সপ্তাহে রাকেশকে ফের তলবের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে তাঁকে ডাকা হলেও হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। আরও নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছে রূপলেখার কাছ থেকেও।

সম্পাদকীয়

দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য দিনের পর দিন বাড়ছেই

২০১৪ সালের পর থেকেই দেশের আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। যার ফলে গত আট বছরে আর্থিক অসাম্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। আর্থিক অসাম্য দুনিয়া জুড়ে আগেও ছিল, আগামী দিনেও থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশে এর চেহারাটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, ২০২২-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির হার ১৩.৫ শতাংশ, যা কিনা ব্রিটেনের থেকেও বেশি। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ এখন আমরা। ভারতের আগে আছে আমেরিকা, চিন, জাপান ও জার্মানি। কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থবানদের তালিকায় একেবারে প্রথমের দিকে থাকতে চলেছে এক ভারতীয়ও। অথচ, গত অগস্ট মাসে গোটা দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩ শতাংশ (শহরে ৯ শতাংশ ও গ্রামে ৭.৭ শতাংশ)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচক গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। ক্ষুধার সূচকে পৃথিবীর ১১৬টা দেশের মধ্যে আমরা রয়েছি ১০১-এ। এর থেকেই পরিষ্কার যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'ট্রিকল ডাউন' পন্থা, অর্থাৎ উন্নয়নের ফল চুইয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে; এই পদ্ধতিতে চলছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সে দেশের নিম্নবিত্ত মানুষদের যে রকম আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে থাকে, তার ছিটেফোঁটাও আমাদের দেশের প্রান্তিক মানুষরা পান না। প্রতি বছর বাজেটে ১০০ দিনের কাজের ব্যয়বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। দিনমজুররা ন্যূনতম মজুরিও পান না। গালভরা সামাজিক প্রকল্প থাকলেও তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না। যার ফলে, দেশের বেশির ভাগ মানুষই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং হতাশার শিকার। অথচ, এই মানুষের ভোটেই পর পর দু'বার নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস বলছে, এ ভাবে চলতে থাকলে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, যা কিনা বিদেশি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। এখন দেখার, স্বাধীনতার শতবর্ষকে সামনে রেখে 'সকলের জন্য কাজ ও আর্থিক অসাম্য দূর করার' প্রধানমন্ত্রীর এই সঙ্কল্প পূরণে সরকার কী কী পদক্ষেপ করে।

জন্মদিন

আজকের দিন

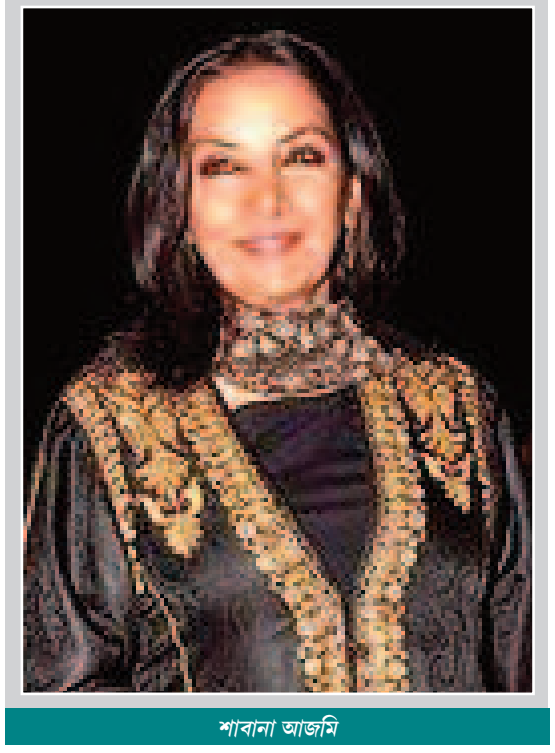

শাবানা আজমি

১৮৮৬ *বিশিষ্ট রজনীতিবিদ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অশ্বিনী পুনাপ্পার জন্মদিন।*

সাবধান ! শহরে বাড়ছে প্রতারণা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আপনি যতই সচেতন হন না কেন আপনি যদি একটু সফট মনের মানুষ হলেই আপনাকে চেপে ধরবে। আর একটু বোকা টাইপের হলে তো কোনো কথাই নেই। আপনি সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বেন। এক্ষেত্রে গ্রামের ছেলেমেয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই শহরটাকে বুঝে নেই। যে যত দ্রুত এই সিস্টেমটাকে ধরে ফেলবেন সে তত তাড়াতাড়ি সমাজের সাথে তাল মেলাতে পারবেন। নইলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। আজকাল সর্বত্র একটা প্রতারণা চলছে। কাউকে আপনি সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ভালো ছেলে মেয়ে এখানে খুব কষ্টের মধ্যে আছে। একটা অচলাবস্থা। কেউ কারো নয়। এখানে আপনার দুঃখের সময় কেউ আপনার চোখের জল মুছতে চাইলেও ভেবে নিতে পারেন তার কোনো অভিসন্ধি আছে। এমন এক সমাজ এসে পড়েছে আজকের যুগে। আর এর পেছনে কিছু মদতপুষ্ট মানুষের হাত আছে। ফলে লড়াইটা খুব কঠিন। ভাবুন তো তাদের কথা যাদের গাইড করার কেউ নেই। ভাবুন তো তাদের দশা! আর প্রতারকরা এমন মানুষকেই খুঁজে বেড়ান। এমন সহজ সরল মানুষদেরই কাজে লাগায় চিটাররা

আপনি বলবেন শুধু শহরে কেনো প্রতারণা কি গ্রামে নেই? উত্তর বলবো অবশ্যই আছে। তবে এটাও তো ঠিক যে গ্রামে স্পেসটা কম। তাই সেখানকার পদ্ধতি কৌশল টেকনিক অনেকটা কম। আর গ্রামের মানুষেরা এখনও শহরের তুলনায় সাদা আমরা ত সকলেই মানি। তাই সেখানকার বিষয়টি অনেকটা স্বাভাবিক। মানে বলছি চিটিংয়ের মাত্রার কথা।

চিটিং শব্দটি বিদেশি। কাউকে জেনেবুঝে ঠকানোটাকে সাধারণভাবে চিটিং বলে। এতে অপরাধের তারতম্য অনুসারে শাস্তির বিধান আছে। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৪১৫ নম্বর ধারা অনুসারে চিটারের অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী নানারকম শাস্তির উল্লেখ আছে। আর সেটা অনেকটা মারাত্বক রকম ভাবেই আছে। তবুও আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শহরে মারাত্মকভাবে চলছে প্রতারণার কর্মকাণ্ড। তবে এই প্রতারণার কারণ কি? কারণ আপনাদের সকলেরই খুব চেনা ও কমন--তা হলো আর্থিক অনিশ্চয়তা। এটা দেখা গেছে যে প্রত্যেক প্রতারণার পেছনেই রয়েছে আর্থিক বিষয়। কেউ করে অভাবে, কেউ স্বভাবে। অনেকে এটা একটা আর্ট হিসাবেও বেছে নিয়েছেন কেমন করে, কিভাবে প্রতারণা করতে হয় তা রীতিমত প্রশিক্ষণও নিয়ে ফেলে অনেকে। আর এখানেই আমাদের বিশ্বাসটা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। সাইবার দুনিয়া,নেট দুনিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াকে এক ধরনের মানুষেরা ভয়ঙ্কর ভাবে বাজে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে খুব সহজেই প্রতারিত হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। কারণ এক শ্রেণীর সাধারণ গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে লোভ অনেক পরিমাণে বেশি। তাই তারা খুব সহজে প্রতারিত হয় বেশি। কারণ বেশি অর্থের লোভে তারা তাড়াতাড়ি মানুষ কে বিশ্বাস করে ফেলে। আর সেখানেই হয় বিপদ।

চিটিং নিয়ে একটা গল্প না বলে পারছি না। ব্যাপারটা খুব প্যাথেটিক। আমার যেখানে অফিস তার পাশেই একটা জিম আছে। ওখানকার কেয়ার টেকার আমাদের সাথে খুব মেলামেশা করতো। ভদ্রলোক খুব ভালো মানুষ। ভীষণ গরীব। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সস্ত্রীক ভদ্রলোকটি আর্থিক অনটনের মধ্যেও বেশ ভালই থাকেন। জিমের মালিক ওকে খুব ভালোবাসে। ধীরে ধীরে জিম করতে আসা রয়েজ ঘরের ছেলেমেয়েরাও ওকে প্রচণ্ড পছন্দ করে। বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎই ঘটে অঘটন। ঘটলো ঘোর বিপদ। মানে ওনার স্ত্রী মারা গেলো। সুতরাং ভেঙে গেলো সেই সুখী সংসারটি। আমি জীবনে কোনো পুরুষকে ওরকম কাঁদতে দেখিনি। একদিন দুদিন নয়। অনেক অনেক দিন। না, অনেকে অনেক আর্থিক সাহায্য করেও ওর স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি। এরপর যে কি হয়ে গেল জানি না। আর ওকে দেখা যায় না। অনেক অনেক খুঁজেও ওকে পাওয়া যায় না। বহু ফোন হয়। বেশিটাই মালিক করে। না, তাও পাওয়া যায় না। তার বহু পরে হঠাৎই একদিন ফোনের ও প্রান্তে এক মহিলা কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। ফোন ধরে বসে ওর স্ত্রী। না , তিনি মারা যাননি। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। জানা যায় বহু টাকা হাতিয়ে ওর স্বামী এখন ফেরার। এবারে ঘটনাটা বড়ো দানের। সুতরাং গা ঢাকা দিয়েছে বহু বারের মত এবার--তবে বেশিদিনের। সুতরাং চিটিং যে কি পরিমাণে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ভাবুন একবার!

এ রকম ঘটনা আকছার এই শহরে হচ্ছে। ভীষণ চিটিংবাজিতে ভরে গেছে শহরটা। আপনি যাকে ভালো ভাবছেন দেখবেন সেই আসলে একটা মস্ত বড় ফেক। আপনি হয়তো কাউকে টাকা ধার দিয়েছেন বহু অনুনয়ের পড়ে। কিন্তু ফেরত পেতে আপনার কাল ঘাম ছুটে যাবে। ভাবলেন এক, আর হলো আরেক। গ্রাম থেকে কত কেউ যে সিনেমায় অভিনয়ের জন্যে এই শহরে ঝাপান তার ইয়ত্যা নেই। অর্থের সাথে সাথে আবার কারো কারো খ্যাতির লোভ মারাত্বক ভর করে উঠে। সুতরাং গেলো! কারো কথা সে শুনলে তো!কারণ মাথায় ঘুরছে রুপোলি পর্দার নায়ক নায়িকার কথা। ইন্টারনেট তো আরও সর্বনাশ করে দিচ্ছে। আপনার ছবি নিয়ে,আপনার ভিডিও ভাইরাল করে নতুন নতুন পয়সা তোলার ফন্দি চলেছে প্রতি মুহূর্তে। হ্যাকাররা বসে আছে আপনার সব কিছু নিমেষে হ্যাক করে নেবে বলে। আপনি লোভী হলেই হলো। আপনার ইমেল আইডি, প্যান আধার কার্ড নম্বর যদি কোনোভাবে জানতে পারে তবে তো কেল্লাফতে। আপনার একাউন্ট থেকে নিমেষে টাকা হাওয়া হয়ে যাবে। আজকাল আবার হঠাৎ হঠাৎ আপনার অ্যাকাউন্টে চলে আসছে বহু টাকা। এটা আরেকটা কৌশল। আপনি বিশ্বাসে অজান্তে হয়তোবা দিয়ে বসবেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নম্বর বা পাসওয়ার্ড। ব্যস, ঘটে যাবে ঘোর বিপদ। এখানে জাল জুয়াচুরির কোনো অভাব নেই। নগ্ন ছবি দেখিয়ে আপনাকে আকর্ষণ করে বেশ কিছুদিন আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার অনেক সাইড আছে এখন নেট দুনিয়ায়। নইলে আপনাকে ভয় দেখিয়ে টাকা হাতানোর ফাঁদ তৈরি করার কৌশল তারা রপ্ত করেছে খুব সহজেই।

আপনি যতই সচেতন হন না কেন আপনি যদি একটু সফট মনের মানুষ হলেই আপনাকে চেপে ধরবে। আর একটু বোকা টাইপের হলে তো কোনো কথাই নেই। আপনি সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বেন। এক্ষেত্রে গ্রামের ছেলেমেয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই শহরটাকে বুঝে নেই। যে যত দ্রুত এই সিস্টেমটাকে ধরে ফেলবেন সে তত তাড়াতাড়ি সমাজের সাথে তাল মেলাতে পারবেন। নইলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। আজকাল সর্বত্র একটা প্রতারণা চলছে। কাউকে আপনি সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ভালো ছেলে মেয়ে এখানে খুব কষ্টের মধ্যে আছে। একটা অচলাবস্থা। কেউ কারো নয়। এখানে আপনার দুঃখের সময় কেউ আপনার চোখের জল মুছতে চাইলেও ভেবে নিতে পারেন তার কোনো অভিসন্ধি আছে। এমন এক সমাজ এসে পড়েছে আজকের যুগে। আর এর পেছনে কিছু মদতপুষ্ট মানুষের হাত আছে। ফলে লড়াইটা খুব কঠিন। ভাবুন তো তাদের কথা যাদের গাইড করার কেউ নেই। ভাবুন তো তাদের দশা! আর প্রতারকরা এমন মানুষকেই খুঁজে বেড়ান। এমন সহজ সরল মানুষদেরই কাজে লাগায় চিটাররা

তবে কি এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই? অবশ্যই আছে। আপনি সহজে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। করলে আপনি নিশ্চিত ঠকবেন। ঠিকমত আগে বুঝুন তারপরে তাকে বিশ্বাস করুন। আর বেশি লোভ করবেন না। জানবেন আপনার টাকা রাতারাতি যেখানে অনেকগুণ বেড়ে যাবে সেখানে বিপদের সম্ভনা প্রবল। তাই সাবধানে পা ফেলুন। হঠাৎ করে আপনি কোনো অফারে বেশি মাতবেন না। জানবেন সেখানেও বিপদ রয়েছে প্রতি পদে।মোবাইল,নেট, সাইবার,ফেসবুক,টুইটার,ইনস্টাগ্রাম,হোয়াটসঅ্যাপ মানে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন। প্রয়োজনের বাইরে একদম নয়। কাউকে নিজের ওটিপি শেয়ার করতে যাবেন না। আধার, ভোটার, মেল আইডি কোনোভাবেই অন্যকে শেয়ার করবেন না। আর কোনো কিছুরই পাসওয়ার্ড তো কোনোভাবেই নয়। মন থেকে লোভ সরান। সহজে বিশ্বাস বন্ধ করুন। পরিশ্রমে জোর দিন। জানবেন আপনার কর্মই আপনার ভবিষ্যৎ। মন থেকে কোনো কাজ করলেই জানবেন তা অন্য মন অবধি পৌঁছায়। পরিশ্রমের কোনো শর্টকাট নেই। কাউকে দেখে নয়,নিজের ভরসায় চলুন। নিজের উপর সবথেকে বেশি বিশ্বাস রাখুন। এখন ইউপিআই এসেছে গুগুল পে করার জন্যে। খুব সাবধানে তার ব্যবহার করুন। জানবেন প্রতারণা বাড়লে আপনিও আলার্ড হন আরও। আজকের সমাজে সব পেশায় কিছু ভুয়ো মানুষ বের হয়ে গেছে। যদিও তারা খুব বেশীদিন টিকতে পারে না। একদিন না একদিন ধরা পরে যায়-ই যায়। তাই আপনি বাঁচুন এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। কোনোভাবেই সেখানে প্রতারক বা নকল মানুষকে প্রশ্রয় দেবেন না। চলুন কোনো মোহে না গিয়ে আমরা সুন্দর ভাবে, সাধ্যের মধ্যে বাঁচি। আর মনে মনে শপথ নেই কোনো প্রতারক বা প্রতারণা আমাকে ছুঁতে পারবে না। কি পারবো না আমরা? নিশ্চয় পারবো। তবে চলুন সবাই প্রতারণা হীনতায় বাঁচি এবং বাঁচায়।

এক হীরক বন্দরের হীরক দ্যুতির গল্প

সুবল সরদার

ডায়মন্ড হারবার আমার প্রিয় শহর। ভালোবেসে তাকে আমি তন্ময়ী বলে ডাকি। এই শহরে একবার পা দিলে আমি তন্ময় হয়ে ওঠি। আমাদের এই হীরক বন্দর ,বন্দর হলেও ব্যস্ততার কোন ছাপ নেই। নিপাট, গোছানো, ব্যস্ততাহীন, সুন্দর ছবির দেশ বলে মনে হয়। এই হীরক বন্দরে যদি হীরে পাওয়া যেত তখন কেমন হতো এখন বলা মুশকিল। হয়তো একসময় পাওয়া যেত,তাই এই নামকরণ।

হুগলি নদী বয়ে চলেছে এই শহরের পাশ দিয়ে সুর তুলে বাতাসে। জোয়ারের ঢেউ আছড়ে পড়ে বন্দরে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় শহরের যতো আর্বজনা। এই ডায়মন্ড হারবার থেকে কেউ কখনো পার্ল হারবারে যেতে পারে! হীরক বন্দর থেকে মুক্তোর বন্দরে ! আমেরিকার এই পার্ল হারবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করেছিল। জাপান হঠাৎ করে ওই বন্দর আক্রমণ করলে যুদ্ধ বাঁধে। জাপানকে সবক শেখাতে আমেরিকা পরমাণু বোম ফেলে তার অস্তিত্বে বিলিন করে দেয়। যাক যুদ্ধের কথা। ফিরে যাই আমার প্রিয় তন্ময়ীর কাছে। বর্ষায় নদীর জল ফুলে ওঠে। মাঝি মল্লারা নৌকা নিয়ে মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরে। রাশি রাশি সোনালী মাছ নিয়ে ফিরে আসে তীরে। ইলিশ, ইলিশের তেল জিবে জল আসে! এই নদী- বন্দরকে কেন্দ্র এখানে এশিয়ার বৃহত্তম পাইকারি মাছের বাজার ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজার গড়ে উঠেছে। এখান থেকে রাশি রাশি মাছ পাইকারি হয় বিভিন্ন শহরে এবং কলকাতায়। কলকাতা থেকে বাস রাস্তা,ট্রেন দুই পথ ধরে খুব সহজে এই শহরে প্রবেশ করা যায়। ওই সাগর সঙ্গমের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে এক সময় মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও গঙ্গা সাগরে পাড়ি জমাত পূর্ণ্যার্থীরা। সমুদ্র মন্থনের সেই ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায় ওই মাঝ দরিয়ার উপর পাতা মৃত্যুর বিছানা থেকে। এখানে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আছে যা এখন বর্তমানে হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজে পরিনত হয়েছে । এই মেডিক্যাল কলেজ এবং তার আধুনিক পরিকাঠামোর সঙ্গে উন্নত পরিষেবা গড়ে তোলার নজির সৃষ্টি করেছে দক্ষিণবঙ্গের এই হাসপাতাল। এখানে বঙ্গের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে- এই সরকারের অনন্য কীর্তি বলা যায়। অবশ্য এগুলো এই সরকারের প্রথম দিকের উন্নতির প্রতিশ্রুতি বলা যায়। এখানে আছে আমার প্রিয় সেই কলেজ,ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজ। কিছু দিন আগে প্লাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রাক্তনী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। কয়েক দশক পর ফিরে এসে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। স্মৃতি সমুদ্রে ডুবে মরি । যদি রুবি রায়কে দেখতে পাই! তার গানের পরশমনি ছুঁয়ে আছে আমার প্রাণে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী বাত্য বসু, ছিলেন স্থানীয় শাসক দলের বিধায়ক পান্নালাল হালদার সহ আরো অনেক বিশিষ্টজন। সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় বর্তমান প্রিন্সিপাল ডঃ সোমেন চন্দর পৌরোহিত্যে। অনুষ্ঠান শেষে আমরা কয়েকজন প্রাক্তনীরা বিধায়ক মহাশয়কে একান্ত কাছে পেয়ে, দাবি জানিয়েছি এই কলেজকে ইউনিভার্সিটি করার জন্যে, সঙ্গে যদি এখানে একটা ল কলেজ গড়ে তোলা যায়। কলকাতা শহর থেকে দূর থাকা, পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের খুব সুবিধা হয়। তিনি খুব সদার্থক, চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অবশ্য উন্নয়নের ব্যপারে বর্তমান সরকার সদা তৎপর। শুনছি এখানে একটা হেলিপ্যাড গড়ে তোলার জন্যে সরকার জায়গা দেখছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তৈরি হয়ে যেতে পারে। ভাবি কলকাতার এতো কাছে এই শহর তবুও কেন নদী পথে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা যাচ্ছে না? যদি নদী পথে যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় কলকাতার উপকণ্ঠে এই শহর ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নতির বন্যা বয়ে যায়! বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নবরূপে গড়ে উঠেছে আমাদের এই অত্যাধুনিক হীরক বন্দর। শ্রীবৃদ্ধিতে ডায়মন্ড হারবার ডায়মন্ড হয়ে উঠুক। এই কল্লোলিনী তন্ময়ীর কাছে আমাকে ধরা দিতেই হয়। ওই হীরক দ্যুতির পথ ধরে অন্ধকার থেকে হাঁটছি তার কাছে যাব বলে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন এই বন্দর থেকে ডুব দিয়ে পৌঁছে যাব এক অজানা গল্পের দেশে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর আসার প্রহর গুনছে চাকলা ধাম, তৎপরতা তুঙ্গে জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চাকলা: চলতি বছর চাকলা ধামে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে চাকলার লোকনাথ ধাম পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। প্রতিদিন কয়েকশো পুণ্যার্থী আসেন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান উত্তর ২৪ পরগনার চাকলা ধামে। তবে বিশেষ দিনগুলোতে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, যদি একবার ভক্তিভরে প্রণাম করা যায় এখানে তবে তিনি সকলের মন বাসনা পূর্ণ করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থস্থানের সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। চাকলা মন্দিরের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সেই কথাও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকলার লোকনাথ মন্দিরের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শেষের দিকে। মন্দির প্রাঙ্গণের সৌন্দার্যায়ন, ডালা আর্কেড, পুণ্যার্থীদের জন্য শৌচালয়, পুকুরের পাড় সৌন্দর্যের কাজ আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে দফায় দফায় আলোচনা চলছে।

ভক্তদের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত গেস্ট হাউজ। মন্দিরের উন্নয়নে রাজ্য সরকার এগিয়ে আসায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন লোকনাথ মন্দির কমিটি। রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থে চাকলা মন্দিরে আসার দু'টি রাস্তার সংস্কার করেছে পিডব্লিউডি। ১৬ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উপমুখ্য সচেতক তাপস রায়, মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, উঃ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের সদস্য একেএম ফারহাদ সহ মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ।

রবিবার চাকলা ধামে উপস্থিত হয়ে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'সামনেই আসছে লোকনাথ বাবার উৎসব, তার আগে এই প্রশাসনিক আলোচনা। ২১ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনের সবরকমের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।' সমাজকর্মী একেএম ফারহাদ বলেন, 'প্রতিদিনই প্রায় হাজার খানেক ভক্তের ভিড় হচ্ছে এখন। মন্দির প্রাঙ্গণ সেজে উঠলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের পাশাপাশি সুবিধা লাভ হবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও। তাই জেলা প্রশাসনের নেতৃত্ব সর্বদা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।'

রবিবার চাকলায় মন্দির কমিটির সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য আরসাদ উদ জামান, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান, মন্দির কমিটির সম্পাদক সুমিত রায়, সভাপতি নবকুমার দাস, সুব্রত, সমীর স্বপন, স্থানীয় প্রধান তাজমিরা খাতুন, উপপ্রধান হাবিবুর রহমান সহ অন্যান্যরা।

শুভেন্দু অধিকারী বাজে বকছেন, তাঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন : সায়ন্তিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বরের শীতলপুর দুর্গা মন্দির মাঠে জনসভা করেছিল বিজেপি। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেদিন বক্তৃতায় শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করেন। সেই সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে বিস্ফোরক অভিযোগও করেন।

রবিবার দুপুরে শীতলপুরের একই মাঠে পালটা জনসভা করল পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত নিম্নমানের বিরোধী দলনেতা। এরকম নির্লজ্জ বিরোধী নেতা বাংলার মানুষ আগে কখনও দেখেনি।' তিনি অভিযোগ করেন, 'পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে। আমাদের দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী সেই টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করছেন। আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে দরবার করছেন যাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা দেওয়া না হয়। রাজনৈতিকভাবে লড়তে না পেরে শুভেন্দুবাবু পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভাতে মারার চেষ্টা করছেন, এটাই হল তাঁর আসল পরিচয়।'

এদিন অভিনেত্রী সায়ন্তিকাও একহাত নেন শুভেন্দু অধিকারীকে। বলেন, 'ও (শুভেন্দু) হচ্ছে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। কোনও মা-বাবা যেমন তাঁদের সন্তানের নাম মীরজাফর রাখেন না, কারণ মীরজাফর ছিলেন বেইমান। তেমনই আগামী দিনে পশ্চিমবাংলায় কোনও মা-বাবা তাঁর সন্তানের নাম শুভেন্দু অধিকারী রাখবে না, কারণ ও বেইমানের প্রতীক।' সায়ন্তিকা বলেন, 'বিরোধী দলনেতার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তাই বাজার গরম করতে ভাট বকছেন। ওঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন।'

এদিন প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদিকা তথা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা। দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, শ্রমিক নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের আর্জি বিশ্বকর্মা সদয় হোক

বনস্পতি দে

হুগলি: প্রত্যেক বছর বিশ্বকর্মা পুজো আসে যায় আর শ্রমিকরা ও তাঁদের পরিবার আশায় থাকে বিশ্বকর্মা কবে সদয় হবে। হুগলি শিল্পাঞ্চল থেকে বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের এই শিল্পাঞ্চলের বেশিরভাগ কলকারখানাগুলি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। হাজার হাজার শ্রমিক একসময় এইসব কলকারখানায় কাজ করতেন। আজ বড় অসহায় তাঁদের পরিবার। রুটি রুজির সংস্থান করতে তাই এখন কেউ কেউ ছোটখাটো কাজকর্ম করছেন। এই শিল্পাঞ্চলে বেশকিছু জুটমিল কখনও বন্ধ হচ্ছে আবার কখনও চালু হচ্ছে, কয়েক হাজার শ্রমিক পরিবার অসহায় অবস্থায় আছে। এরই মধ্যে ডানকুনি এলাকায় একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানে বেশ কিছু কলকারখানা চলছে, বিশ্বকর্মা পুজোয় সেখানে শ্রমিকরা পুজো করছেন, একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃহত্তম দুধের কারখানা মাদার ডেয়ারিতে বিশ্বকর্মা পুজো হত এখন সেই কোম্পানি রুগ্ন, শ্রমিক সংখ্যাও অনেক কম এখন আর সেই পুজো নেই।

একসময় হুগলি জেলায় এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা ছিল হিন্দমোটর। তখন রমরমা এই কারখানায় ১৪-১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। ২০০৮ সাল থেকে কারখানা রুগ্ন হতে শুরু করে বাম আমলের শেষ দিকে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হতে শুরু করে। ২০১২-১৩ সালে একদম বন্ধ হয়ে যায় হিন্দমোটর কারখানা। একসময় এই কারখানায় প্রতিটি বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বকর্মা পুজো হত, চারিদিক আলোকমালায় সেজে উঠত। শ্রমিক আবাসন গমগম করত এলাকার রাস্তাঘাট ভিড় থাকত। আর এখন বিশ্বকর্মা পুজোয় শুনশান ফাঁকা শ্রমিক মহল্লার নীরব অন্ধকার, কারখানার বেশিরভাগ এলাকা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে।

কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার সকালে পানাগড় বাজারে পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় পুরাতন জাতীয় সড়কের ধারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, জেলার মধ্যে কাঁকসা ব্লক একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এলাকার এক ব্যক্তির দান করা জমিতে তাঁরা একটি দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করে তার উদ্বোধন করেছেন। আগামী দিনে দলীয় কার্যালয় থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানোর কাজ করা হবে। একই সঙ্গে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হওয়ার জন্য আগামী দিনে কাঁকসা ব্লকে কংগ্রেসের সংগঠন আরও মজবুত হবে বলে তাঁর দাবি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্র কুমার মেহেরা, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চলের সভাপতি শফিকুল রহমান সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা। এদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এলাকার বিশিষ্টজনেদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সম্মানিত করা হয়।

তোলাবাজির অভিযোগে বাস ধর্মঘট, পড়েছে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তোলাবাজির অভিযোগে বন্ধ হতে চলেছে বেশ কয়েকটি রুটের বেসরকারি বাস পরিষেবা। বাস মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাপানো হয়েছে পোস্টার। পুজোর মুখে রুটি- রুজি অনিশ্চিত পরিবহণ কর্মীদের। উদ্বেগ আরামবাগে। আরামবাগের সঙ্গে সরাসরি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গণপরিবহনের বাস বন্ধ হলে একদিকে যেমন সমস্যায় পড়বেন সাধারণ যাত্রীরা, অন্যদিকে রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে বাস কর্মীদের। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও তৃণমূল ভবনে তোলাবাজির অভিযোগ জানিয়েছে বাস মালিক সংগঠন। বলা হয়েছে ধর্মঘটের কথাও। দেওয়া হয়েছে পোস্টার। তাতে লেখা, 'আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক ইউনিয়নের তোলাবাজির প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকবে।' বাস কর্মী থেকে মালিক সকলের দাবি, পরিস্থিতি না স্বাভাবিক না হলে ধর্মঘটের রাস্তায় হাঁটা ছাড়া কোনও উপায় তো নেই।

বাস মালিকপক্ষের দাবি, লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বাস চালিয়ে কোনওদিন টাকা পান, কোনওদিন টাকা পান না। খরচই তুলতে পারেন না বেশিরভাগ সময়। চরম উদ্বেগের ছবি আরামবাগ বাস টার্মিনালে। তোলাবাজদের জোর-জুলুমে অতিষ্ঠ বাস মালিকরা। দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ আরামবাগ শহর থেকে প্রায় ১৭ টি এক্সপ্রেস রুটে বাস চলাচল করে। তার সঙ্গেও আরামবাগ মহকুমায় ১৮০ টিরও বেশি লোকাল গাড়ি চলে। ৩০০ থেকে ৩৫০ টি বাস প্রতিদিন আরামবাগ থেকে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি কলকাতা , বাঁকুড়া পুরুলিয়া সহ দুই মেদিনীপুরে যাতায়াত করে। প্রায় দুই হাজার বাস কর্মচারী গণপরিবহনে যুক্ত। তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে পুজোর মুখে যদি বাস মালিকরা ধর্মঘটে সামিল হন, তা হলে গণপরিবহণের সঙ্গে যুক্ত দুই হাজার শ্রমিকের রুটি রুজিতে টান পড়বে বলে দাবি। এর দায় কে নেবে? উঠছে সেই প্রশ্ন।

এক বাস কর্মীর দাবি, 'শুধু মালিকরা নয়, আমাদেরও পেটে লাথি পড়ছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। প্রশাসন কোনও উদ্যোগ না নিলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। তাই আমরা চাইছি ধর্মঘট হোক। আর এখন তো টোটোর দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে গিয়েছে। ওদের না ঠেকালে আমাদের যাত্রী হওয়া মুশকিল। আমাদেরই তো চলছে না যা অবস্থা। হিসাব করে দেখছি যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মালিকের তো কিছুই থাকছে না।'

হাইকোর্টের নির্দেশেও মৃত পিতার চাকরি না পেয়ে হতাশ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়াকাটা গ্রামের দুর্গাপদ পাল পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। গ্রামের প্রান্তেই মুড়াকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন দুর্গাপদ পাল। হঠাৎ চাকরিরত অবস্থায় ১৯৯৩ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শিক্ষকতা করতে করতেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারে ছিলেন শিক্ষকের স্ত্রী আর এক নাবালক পুত্র ও তিন নাবালিকা কন্যা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, মৃত শিক্ষক দুর্গাপদ পালের স্ত্রী অঞ্জলি পাল স্বামীর চাকরির জন্য শিক্ষা দপ্তরে আবেদন জানান। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তর তাঁর এই চাকরির আবেদনের নিষ্পত্তি করেনি।

ঘটনাচক্রে ২০০০ সালে মৃত্যু হয় মৃত শিক্ষক দুর্গাপদ পালের স্ত্রী অঞ্জলি পালের। পরে মৃত শিক্ষকের একমাত্র পুত্র প্রভাত কুমার পালের ২০০৮ সালে ১৮ বছর পূর্ণ হলে চাকরির জন্য আবেদন করে শিক্ষা দপ্তরে। প্রভাতবাবুর দাবি, তাঁর এই আবেদনে শিক্ষা দপ্তর কোনও রকম কর্ণপাত না করায় ২০০৯ সালে প্রভাত কুমার পাল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ ১৪ বছর আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে ৩১ জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দেন চার সপ্তাহের মধ্যে প্রভাত কুমার পালকে চাকরি দিতে হবে। এরপর চার সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও, শিক্ষা দপ্তর এখনও পর্যন্ত প্রভাতবাবুকে কোনও চাকরি দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়ে পড়েছেন প্রভাত কুমার পাল।

তাঁর দাবি, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে আইনি লড়াই লড়েছেন অবশেষে তিনি নিঃস্ব হয়ে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ বেছে নিয়েছেন। দিন আনি দিন খাই প্রভাতকুমার পালের এখন চোখে মুখে শুধুই মাত্র হতাশা। আদৌ কি বাবার চাকরি পাবেন প্রভাত কুমার পাল সেই আশায় বুক বাঁধছেন তিনি।

পুজো, পথচলতিদের পায়েস বিতরণে মোদির জন্মদিন পালন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মন্দিরে পুজো দিয়ে পথচলতি মানুষদের পায়েস বিতরণ করে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন বিধায়কের।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন পালিত হল বাঁকুড়ায়। আজ রবিবার বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থান মোড়ে থাকা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনা করেন বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা ও তাঁর অনুগামীরা। পুজো দিয়ে স্থানীয় পথচলতি মানুষকে পায়েস খাওয়ান বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় সার্কিট হাউস মোড় থেকে অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া ভৈরবস্থান মোড়ে কালী মন্দিরে পুজো দেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা ও তাঁর অনুগামীরা।

পুজো শেষে সার্কিট হাউস মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে পথচলতি মানুষদের

পায়েস বিতরণ করা হয়। এছাড়াও আজ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করা ১৮টি প্রকল্পের তিনি শুভ সূচনা করেন। সার্কিট হাউসের কাছে একটি উজ্জ্বলা যোজনা সহ আয়ুষ্মান ভারত পরিষেবার নাম নথিভুক্ত করার পাশাপাশি অনলাইনের মধ্য দিয়ে পরিষেবা পাওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

১০ লক্ষ টাকার ওষুধ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: পাচার ব্যর্থ করে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ওষুধ উদ্ধার করল বিএসএফ। চোরা পথে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ওষুধ পাচারের চেষ্টা রুখে দিল বিএসএফ। উদ্ধার করা হয়েছে ওষুধ। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার রণঘাট সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, রাতের অন্ধকারে চোরাপথে দামি ইনজেকশন বাংলাদেশে বাজারের পরিকল্পনা করছিল পাচারকারীরা। বিএসএফ তাদেরকে দেখে ফেললে তারা প্যাকেটগুলি ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধার হয়েছে মোট ৪২০ প্যাকেট অ্যাসপরএক্সজিল ০.২৫ এমজি ইনজেকশন ওষুধ প্যাকেট বুসোরলিন ০৭ এমজি ইনজেকশন। বর্তমান বাজারে যার মূল্য তাই ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭২০ টাকা। উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলি বাগদা থানার হাতে হস্তান্তর করেছে বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে জওয়ানরা।

২ সন্দেহভাজন ব্যক্তি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মনোজ পল্লি থেকে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করল কাঁকসা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ আটক হওয়া দুই ব্যক্তি একটি বাইকে করে এসে কাঁকসার মনোজ পল্লি এলাকায় দাঁড়ান। সেখানে বেশ কয়েকটি বাড়ির গেটের সামনে উঁকি দিতে থাকেন, এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বিষয়টি লক্ষ্য করেন বলে দাবি। এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তাঁদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এলাকার বাসিন্দারা ওই দু'জনকে একটি গাছে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দিলে, কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গে আনা একটি বাইক আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

এলাকার বাসিন্দা বলাই সরকারের দাবি, তাঁদের এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে চুরির ঘটনা ঘটছিল। কে বা কারা গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি করছিল, তা তাঁরা জানতে পারছিলেন না। রবিবার সকালে ওই দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে

জানতে পারেন, তাঁরা দু'জনই বীরভূমের বাসিন্দা। তবে কী কারণে তাঁরা ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন, তা সঠিকভাবে তাঁরা জানাতে পারেননি। যার কারণেই তাঁদের ওপর সন্দেহ বাড়ে। এলাকায় চুরি করতেই তাঁরা এসেছিলেন বলে সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের।

জামাইয়ের মারে শাশুড়ির মাথা ফাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জামাই মেরে শাশুড়ির মাথা ফাটাল বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে। আক্রান্ত শাশুড়ির নাম সবিতা হাজরা। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে।

জানা গিয়েছে, ১২ বছর আগে আক্রান্ত সবিতা হাজরার মেয়ে বন্দনা হাজরার বিয়ে হয় ভাতারের রায় রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ভাগ্যধর হাজরার সঙ্গে। নিত্যদিন ছোটখাটো নানান কারণে ভাগ্যধর হাজরা তাঁর স্ত্রী বন্দনা হাজরাকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, শনিবার বন্দনা হাজরাকে ব্যাপক মারধর করে ভাগ্যধর হাজরা। মেয়েকে মারধর করার খবর পেয়ে রবিবার সকালে বাবা বিধান হাজরা, মা সবিতা হাজরা, দিদি লক্ষ্মী হাজরা, সকলে মিলে রামচন্দ্রপুর গ্রামে পৌঁছন।

মেয়ের বাড়িতে পৌঁছতেই ওই চারজনের ওপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ সবিতা হাজরার। জামাইয়ের মারে শাশুড়ি সবিতা হাজরার মাথা ফেটে গেলে তাঁকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাঁর মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই হয়। এরপরেই আক্রান্তরা জামাইয়ের বিরুদ্ধে ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাতার থানার পুলিশ।

গৃহকর্ত্রীকে বেঁধে রেখে লুঠ করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ঘরের ভিতরে গৃহকর্ত্রীকে বেঁধে রেখে লুঠপাঠ চালানোর অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে কালনা থানার অন্তর্গত লিচুতলা রেল লাইন পারের মসজিদ তলা এলাকায়। ডাকাতির ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ওই গৃহকর্ত্রী সুফিয়া বিবির দাবি, শনিবার রাত ৮টা নাগাদ তাঁর স্বামী মসজিদে নমাজ পড়ার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় একটি ডাকাত দল তাঁকে পাশের ঘরের দরজার আটকে রেখে বেশ কিছু কাঁসার বাসনপত্র, সোনা রুপোর জিনিস লুঠ করে নিয়ে যায়। বউকে নিয়ে তাঁর ছেলে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার কারণে কত পরিমাণ জিনিস খোয়া গিয়েছে সেই বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু জানাতে পারেননি তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কালনা থানার পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মরা পুড়িয়ে অন্য সমাজসেবায় ব্রতী বাগনানের কৃষ্ণপদ রায়

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লালু গল্পের গোপাল খুড়োকে মনে নেই, এমন মানুষের দেখা মেলা ভার। বাংলা কথা সাহিত্যের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই লালু গল্পটি একটি মাইলস্টোন হিসেবে ধরা হয়। গ্রামীণ পরিকাঠামোর মধ্যে যুবক লালুর সমাজ সংস্কার মূলক কর্মকাণ্ড পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। এই লালু গল্পের একটি চরিত্র গোপাল খুড়ো। মরা পোড়ানোই যাঁর ব্রত ছিল। কারও মৃত্যুর খবর কানে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন দাহ কাজে। এবার এই গোপাল খুড়োর দেখা মিলল হাওড়া বাগনানে। শীতলপুর গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণপদ রায় ওরফে কেষ্ট কাকা মরা পুড়িয়ে

রীতিমতো গোপাল খুড়োর ইমেজ তৈরি করেছেন বাগনান এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বছর ৫৫ বয়সি কৃষ্ণপদ রায় ওরফে কেষ্ট কাকা ইতিমধ্যেই পাঁচশোরও বেশি শব দাহ করেছেন। এখনো কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলেই সব কাজ পেলে ছুটে যান শ্মশানে। দাহকার্য সমাধা করে সোজা চলে যান নিজের বাড়িতে। তবে কোথাও জলস্পর্শও করেন না তিনি। বিষয়টি শোনার পর খোঁজ নিয়ে জানা গেল কৃষ্ণবাবু রীতিমতো সংসারী মানুষ। বাড়িতে দুই সন্তান রয়েছে। মা রয়েছেন। পেশায় ছোট ব্যবসায়ী কেষ্টবাবু বাগনানে গোপাল খুড়ো বলেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ছেলের এহেন কাজে প্রথম দিকে বাধা দিলেও পরে যত দিন গিয়েছে ততই বিষয়টি যে সমাজসেবা তা বুঝে আর বাধা দেননি মা গীতারানি রায়।

কোভিড পরিস্থিতিতেও তিনি শব দাহ করেছেন। ছেলে ঋতব্রত কিংবা মেয়ে ঋতিকাও বাবার এই ধরনের কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছে। আর স্বামীর এই বিরল সমাজসেবামূলক কাজকে প্রথম দিকে এড়িয়ে গেলেও পরে মানিয়ে নিয়েছেন স্ত্রী কাকলি দেবী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু শব দাহ নয়, অনেক ক্ষেত্রে নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে মৃতদেহ সৎকারের আয়োজনও করেন তিনি। কৃষ্ণপদ রায় ওরফে কেষ্ট কাকু ওরফে বাগনানের গোপাল খুড়ো আজ একটি ব্যতিক্রমী সমাজসেবায় নজির তৈরি করেছেন।

এ নিয়ে খোদ কৃষ্ণবাবু বলেন, 'ওই সময়ে মৃতের পরিবার কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তা যেদিন চোখে দেখে বুঝলাম, সেদিন থেকেই নিজেকে এই ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে নেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রথমদিকে পরিবারের লোকজন আপত্তি করলেও পরে আর তা করেননি। তাই ছুটে যাই বারবার।'

বাঁকুড়া গুলিকাণ্ডে ধৃত প্রতাপ আসানসোল শিল্পাঞ্চলের কুখ্যাত অপরাধী, দাবি পুলিশের

বুবুন মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দার কাছে এক আতঙ্কের নাম প্রতাপ। সূত্রের খবর, নাবালক অবস্থা থেকে বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজকর্মে জড়িত হয়। মাধ্যমিকের চৌকাঠ পেরনোর আগেই পড়াশোনা ছেড়ে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে আসানসোল এবং হীরাপুর এলাকার কিছু কুখ্যাত দুষ্কৃতীর সঙ্গে প্রতাপ দাস ওরফে পেও। এরপর ভাড়াটে গুন্ডা হিসাবে কাজ করে এসেছে ওই যুবক। বাল্য বয়স থেকেই অপরাধ সংগঠিত করার জন্য দু'-তিনজনের একটি দল তৈরি করে। প্রথমদিকে দোকানে শাটার ভেঙে চুরি ও ছোটখাটো অপরাধ করে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ার কারণে বারবার ছাড়া পায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর বাইশের প্রতাপ যেমন গুলি চালনায় দক্ষ, তেমনই দ্রুত বাইক চালাতে ওস্তাদ। ৫ সেপ্টেম্বর গুলি চালানোর দিন একটি দ্রুতগামী মোটর বাইকে করে ঘটনাস্থল থেকে উধাও হয়ে যায় সে। তার সঙ্গে আরও এক সঙ্গী ছিল। তবে বাইক চালাচ্ছিল প্রতাপই। প্রতাপ দাস ছোট থেকে থাকত জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। অপরাধমূলক কাজের জন্য স্থানীয়রা তাকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করলে সে আস্তানা গড়ে জামুরিয়া থানার নিঘা কোলিয়ার এলাকায়, পরে সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়। বর্তমানে তার আস্তানা কোথায় দুই এলাকার বাসিন্দারা জানেন না। তবে এইসব বছর দুয়েক আগে আসানসোলের এসবি গরাই রোড সংলগ্ন একটি বিলিতি মোদের দোকানের শাটার ভেঙে ওই দোকানে বসে মদ্যপান করে একটি চার চাকার গাড়িতে মদের বোতল লুট করে চম্পট দেওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

এই ঘটনায় সংশোধনাগার থেকে থেকে ছাড়া পাওয়ার পর চলতি বছরের মাস চারেক আগে গরাই রোডেরই আরেকটি বিলিতি মদের দোকানে ক্রেতাদের সামনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দোকানের ভিতর প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকা লুঠ করে যদিও সেই যাত্রাতেও রেহাই পাইনি, আবারও ধরা পড়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের হাতে। এই অপরাধের কারণে ৬০ দিনের বেশি জেল খেটে আসার পর প্রতাপ দিন কয়েক আগে বাঁকুড়ার গুলি কাণ্ড ও সালানপুর পেট্রোল পাম্পে গুলি চালাবার ঘটনা ঘটায় বলে দাবি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল দক্ষিণ, হীরাপুর, বাঁকুড়া থানা ছাড়াও বিভিন্ন থানায় মোবাইল ও হার ছিনতাই সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত এই প্রতাপ।

তুলি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় শোরগোল খানাকুলের কিশোরপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব- নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় মুখ থুবড়ে পড়ছে প্রকল্প। হুগলি জেলার খানাকুল এক নম্বর ব্লকের কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের তুলি স্ব- নির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ ঠিক সময়ে না হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ওই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই। ওই অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেত্রী তাপসী বায়েন বর্তমান প্রধান অর্পিতা বরের বিরুদ্ধে স্ব- নির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগ তোলেন। এই ঘটনায় এলাকা হইচই পড়ে যায়। জানা গেছে, খাতায় কলমে কত টাকা ঋণ বাকি আছে তা জানা যায়নি। তুলি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বাকি সদস্যদেরও ঋণ নাকি আটকে রয়েছে। এই বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান তাপসী বায়েন বলেন, তুলি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে কাজ করছি। এই গোষ্ঠীর সদস্য তথা

প্রধান ঋণ নিয়ে শোধ করেনি বলে শুনেছি। লোন নিলে সঠিক সময়ে শোধ করা প্রয়োজন। দলের মেয়েরা বলছে, ক্ষমতা বলে উনি যদি লোন শোধ করছেন না। আমরাও লোন পরিশোধ করব না। এটা ঠিক নয়। তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধান তাপসী বায়েন আরও বলেন, প্রধান হয়ে যদি সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে বাকিরা কি করে করবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধান অর্পিতা বরের স্ব- নির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ না করায় তুলি গোষ্ঠীর কাজে ভাটার টান। এই নিয়ে ওই অঞ্চলের প্রধান অর্পিতা বরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নতুন প্রধান পদে বসেছি। খোঁজ খবর নিয়ে সমস্যার সমাধান করব।

ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানের ভূমিকা নিয়ে তোপ দাগে। এই বিষয়ে কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের বিজেপি নেতা মনোজ সামন্ত বলেন, জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছে প্রধান অর্পিতা বর। জনপ্রতিনিধি হয়ে যদি এই কাজ করেন তাহলে জনগণের কি কাজ করবেন। সবমিলিয়ে বর্তমান কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান স্ব- নির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ না করায় শোরগোল এলাকায়।

কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতোকে গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: হিন্দুদের আরাধ্য দেবী মা দুর্গার আগমন নিয়ে আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল খুঁটি মূল মান্তা অজিত প্রসাদ মাহাতোর কুরুচিকর মন্তব্যে বিক্ষোভের পথে হিন্দু সমাজ। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওই কুড়মি নেতার মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। সেটি ভাইরাল হওয়ার পরেই হিন্দু সমাজে শুরু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও থানায় এফআইআর করা হয়েছে। রবিবার পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানাতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হল।

এদিন বাঘমুন্ডি যোলোআনা দুর্গা পূজা কমিটির আয়োজনে আয়োজিত হল পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি। তাঁরা অজিত প্রসাদ মাহাতোর কুশপুত্তলিকা দাহ করে অনবরত বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবিলম্বে কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতোর গ্রেপ্তারের দাবি জানান তাঁরা ওই কর্মসূচিতে। পরে তাঁদের পক্ষ থেকে কুড়মি নেতার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। কুড়মি সমাজের মূল খুঁটি মূল মান্তা অজিত প্রসাদ মাহাতো শীঘ্রই গ্রেপ্তার না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন বাঘমুণ্ডি ষোলোআনা দুর্গা পূজা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন ওই কমিটির সভাপতি অজয় কুমার খাঁ, সম্পাদক বিজয় মোহন সিংহ, কমিটির সদস্যগণ সহ গ্রামের হিন্দু সমাজের সকলেই।

বাঁকুড়া গুলিকাণ্ডে ধৃত আরও এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেশিয়াকোল গুলিকাণ্ডে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলার গোহ থানার দাউদপুর গ্রামের বাসিন্দা আজগাইবি শর্মা নামে বছর ছেচল্লিশের ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রবিবার অভিযুক্তকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোল এলাকায় শুট আউটের ঘটনা ঘটে। বাইকে চেপে আসা দুই দুষ্কৃতীর গুলিতে পূর্ব বর্ধমানের এক তৃণমূল নেতা সহ তিন জন আহত হন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ওই দিন রাতেই শহরের লালবাজার, ভাটিগোড়া থেকে দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা মোটর বাইকটি উদ্ধার করে। ঘটনার পর দিন কেশিয়াকোল এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে কাদামাখা রিভলভার দেখতে পান। খবর পেয়েই পুলিশ ওই রিভলবার উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে এর আগে প্রতাপ দাস নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল। সব মিলিয়ে দুই অভিযুক্তই এখন পুলিশের জালে।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিনকে স্মরণে রেখে সিউড়ি এক নম্বর ওয়ার্ডে বড় বাগান একেরপল্লি মোড়ে পথ চলতি মানুষকে চা খাওয়ালেন সিউড়ি শহর কমিটির বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

এক যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ফাঁকা চেম্বারে পেয়ে জ্বরে আক্রান্ত যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসক তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এমনই ঘটনার খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় ওই চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে জড়ো হয়ে থাকেন বাসিন্দারা। বছর ২৪ এর ওই যুবতী ঘটনার কথা জানিয়ে অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম সুব্রত সরকার। যুবতী ও তাঁর পরিবারের দাবি, ছোটবেলা থেকেই ওই যুবতী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা সুব্রত সরকারের কাছে চিকিৎসা করাতেন।

যুবতীর দাবি, সন্ধ্যায় টিউশনি করে ফেরার পথে তাঁর জ্বর বেশি থাকায় ওই চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। সে সময় চেম্বারে কেউ ছিলেন না। অভিযোগ ঔষুধ নিয়ে বেরনোর সময় হঠাৎই অভিযুক্ত তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন ও তাঁকে করেন। যুবতী ছাড়িয়ে বেরতে গেলে তাঁকে জোরজবস্তি করতে থাকেন। এরপরে ওই যুবতী কোনও ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির লোকের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। খবর পেয়ে সুব্রত সরকারের চেম্বারের সামনে ভিড় করেন গ্রামের লোকেরা। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও যুবতীর পরিবারের লোকেরা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে ওই অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যুবতীর পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, অভিযুক্ত সুব্রত সরকার এর আগেও এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন। অর্থের জোরে ক্ষমতা জোরে ঘটনাগুলো ধামাচাপা দিয়েছেন। এবার তাঁর শাস্তি চান।

বিদ্যাসাগর স্মরণ, সিউড়িতে নানা অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপী

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বসে আঁকো কুইজ এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটি। রবিবার বীরভূম জেলা স্কুলে সিউড়ি শহরের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর সিউড়ি ডিআরডিসি হলে বর্তমান প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল কাফি, বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করবেন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশিস চক্রবর্তী এবং দেবাশিস দত্তের নির্দেশনায় ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর রচিত ভুবনের মাসি নাটক মঞ্চস্থ হবে। পাশাপাশি মাধাইপুর পল্লিমঙ্গল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ প্রদর্শন করবেন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলা স্কুল প্রাঙ্গণ হতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। সর্বশেষ সত্য প্রিয় ভবনে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন বিদ্যাসাগর অনুরাগীরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খসছে চাঙর, আতঙ্কে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলে চাঙড় ভেঙে পড়ার কারণে কমছে স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা অভিভাবকরা ভয় পাচ্ছেন ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। স্কুলের দেওয়াল থেকে মাঝে মধ্যেই খসে পড়ছে বড় বড় চাঙর। আতঙ্কে

ভুগছেন স্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। ঘটনাটি হুগলির গুরাপের গুরবাড়ি জেরুল রামলাল রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও লাভ হচ্ছে না।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জেরুল রামলাল রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মিত হয়েছিল প্রায় ষাট বছর আগে। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যা প্রায় ১০০ জনের বেশি। ক্লাস নেওয়া হয় প্রিপ্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। কর্তৃপক্ষের দাবি, স্কুল বাড়ির একাধিক জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়ে। এরপর থেকেই যখন তখন ভেঙে পড়ছে চাঙর বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন আতঙ্কের কারণে শিকেয় উঠেছে স্কুলের পঠনপাঠন।

বড় সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলেও আশঙ্কায় আতঙ্কিত অভিভাবকরাও। অভিভাবকদের দাবি, অবিলম্বে স্কুল বাড়ির মেরামতের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জহরলাল রায় বলেন, 'গত কয়েক মাস ধরে চাঙর ভেঙে পড়ছে। ২০২০ সাল থেকেই আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছি। যখনই চাঙর ভেঙে পড়ছে আমরা ছবি তুলে পাঠাচ্ছি। আমরা খুব আতঙ্কে আছি।'

হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুলের অবস্থার কথা শুনেছি। নিজে গিয়ে দেখব এবং স্কুলটি মেরামতের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রেল অবরোধের সমর্থনে কুড়মিদের বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম : কুড়মিদের এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে ৩ রাজ্যে রেল অবরোধের সমর্থনে রবিবার খাঁড়বান্ধি অঞ্চলের নাদনগেড়িয়া, নিশ্চিন্তা, ভান্ডালবিলা সহ একাধিক গ্রামে বাইক মিছিল করল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের রাজ্য যুব সভাপতি তুহিন মাহাতো, আদিবাসী কুড়মি সমাজের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি কমলেশ মাহাতো, আদিবাসী কুড়মি সমাজে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব সভাপতি কল্যাণ মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। জানা গিয়েছে, আদিবাসী কুড়মি সমাজকে এসটি তালিকাভুক্ত করার

দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর তিন রাজ্যে লাগাতার রেল অবরোধের সমর্থনে এদিনের এই বাইক মিছিল হয়।

বিশ্বকর্মা ও ভাদু পুজোয় জাম্বো জিলিপি বিক্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-১ ব্লকের প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম কেঞ্জাকুড়া। এই গ্রামে ফি বছর ভাদু ও বিশ্বকর্মা পূজার সময় তৈরি জিলিপির সাইজের কোনও সীমা নেই, এখানকার তৈরি তিন থেকে দশ কেজি ওজনেরও জিলিপি উপহার হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, যা জাম্বো জিলিপি নামেই পরিচিত। তবে জিলিপির প্যাঁচেও শিল্প সৃষ্টি হয়, তা দেখতে ও স্বাদ নিতে হলে অবশ্যই বাঁকুড়ার শিল্পগ্রাম হিসেবে পরিচিত কেঞ্জাকুড়ায় ঢুঁ মারতে হবে।

কিন্তু চলতি বছরে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে চাষাবাদ না হওয়া ও 'শিল্পগ্রাম' হিসেবে পরিচিত এই গ্রামের কাঁসার শিল্পের অবস্থাও খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সব কিছুই হচ্ছে নিয়ম মেনে। কিন্তু বিক্রিবাটা তেমন নেই বলেই দাবি।

আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধৃত পাচারকারী, উদ্ধার হয়েছে ১টি পিস্তল ২টি ম্যাগাজিন ও ৫টি কার্তুজ। বিএসএফের অতি সক্রিয়তায় এক পাচারকারী সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল। ওই পাচারকারীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১টি পিস্তল ২টি ম্যাগাজিন ও ৫টি কার্তুজ। ভারত থেকে বাংলাদেশ পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। ভারত বাংলাদেশের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা মাসিমপুর সীমান্তের ঘটনা। বিএসএফ জানিয়েছে গোপন সূত্রে তারা জানতে পারে ভারত থেকে বাংলাদেশে কিছু অস্ত্র পাচার হতে চলেছে। সেইমতো সীমান্তে বিএসএফ আরও নিরাপত্তা বাড়ায়। সীমান্তের কাছে বিএসএফ দুইজনকে দেখতে পায়। জওয়ানরা তাদেরকে ধরতে গেলে সেখান থেকে একজন পালিয়ে যায়। ঘটনায় একজনকে আটক করেছে বিএসএফ। উদ্ধার হয়েছে একটি দেশী পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, এবং পাঁচটি তাজা কার্তুজ। বিএসএফ সূত্র জানা গিয়েছে ওই পাচারকারীর নাম আলি মণ্ডল বাগদার পাটকেল গাছা এলাকার বাসিন্দা সে। ওই পাচারকারী এবং উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি বাগদা থানার হাতে হস্তান্তর করেছে বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা।

গোঘাট পুলিশের জালে ৭ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ট্রাক-সহ সাত ডাকাত। উল্লেখ্য, আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় দিন দিন বেড়েই চলেছিল চুরির ঘটনা। গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা কখনো ধানের গোডাউন থেকে কখনো তিলের গোডাউন থেকে বস্তা বস্তা ধান ও তিল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এমনকী কখনো গরু চুরিও ঘটনা চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। যার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল মহকুমার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। এবার সেই একই কায়দায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এই দল। শনিবার গভীর রাতে একদল ডাকাত একটি ট্রাকে করে একই কায়দায় গোঘাটের মান্দারণ এলাকায় চুরি করতে আসে।

তাদের দেখে এলাকায় রাউন্ডে থাকা পুলিশের সন্দেহ হয়। তার পরেই থানা থেকে যায় আরও পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসঙ্গতি মেলে কথায়। তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে গোঘাটের একটি গোডাউন থেকে বস্তা বস্তা তিল চুরির ঘটনায় যুক্ত এই দল। তার পরেই তাদের গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের মধ্যে ৬ জনের বাড়ি হুগলির ধনেখালি ও এক জনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের সদর এলাকায়।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তালা ভাঙা ও সাটার কাটার বেশ কিছু যন্ত্র। রবিবার সকালে ধৃতদের দলকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

গণেশ পুজো উপলক্ষে মুম্বইয়ে পূর্বস্থলীর ফুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙা গ্রামের ফুলই এবার পাড়ি দিচ্ছে গণেশ পুজো উপলক্ষে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে। এলাকার এক চাষি বীরেন্দ্র বারুই ইতিমধ্যেই এই ফুল পাঠাতে শুরু করেছেন দিল্লির বাজারে। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত গণেশ পূজা উপলক্ষে এই এলাকার ফুল পাড়ি দেবে মুম্বইয়ে। ইতিমধ্যেই নেপালের সঙ্গেও কথা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওই চাষি। স্বভাবতই গতানুগতিক চাষ ছেড়ে বেরিয়ে এসে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখছেন এলাকার চাষিরা।

পাট চাষ করে ক্ষতির মুখে পরে, ফুল চাষের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন এলাকার অধিকাংশ চাষি। মূলত পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালতাচড়া গ্রামে গত কয়েক বছর ধরেই পাট চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। এবছরও বেশ কিছু চাষি পাট চাষ করেছিলেন। কিন্তু এবছর বর্ষা না থাকায় যেমন জলের সমস্যা, তেমনই নেই পাটের দামও আর

দুইয়ের জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন এই এলাকার পাট চাষিরা। আর সেই কারণে অধিকাংশ চাষি ঝুঁকেছেন ফুল চাষের দিকে। ফুল চাষে লাভ বেশি পাওয়া যায়। কারণ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর শীতকালীন এই গাঁদা ফুল সারা বছরই চাষ হওয়ায় লাভের মুখ দেখছেন তাঁরা।

অবসর গ্রহণের পরেও ২১ বছর ধরে স্কুলে আসেন খানাকুলের বিনা পয়সার 'ডাক্তার দাদু'

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: এই মুহূর্তে রাজ্যের সব থেকে কলঙ্কিত অধ্যায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি। শিক্ষকদের সম্মান যখন একদিকে ধুলোয় লুটছে অন্যদিকে হাজার হাজার শিক্ষক এবং ভাবী শিক্ষক বিভিন্ন দাবি নিয়ে বছরের পর বছর রাস্তায় পড়ে রয়েছেন তখন শিক্ষক সমাজের নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করছেন হুগলির খানাকুলের শিক্ষক নিতাই চন্দ্র মাইতি। ২৫ বছর বয়সে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসাবে খানাকুলের ময়াল কেসি রায় স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। একটানা ৩৫ বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ২০০২ সালে চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সকলেই বলেন, শিক্ষকদের নাকি অবসর হয় না। শিক্ষক হলেন গুরু। গুরু শিক্ষাকে কখনও মূল্য দিয়ে বিক্রি করেন না। শিক্ষাকে তিনি দান করেন। এই সমস্ত বড় বড় কথা অনেকে বললেও বাস্তব একেবারেই উল্টো হয়। তবে সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। আর এই ব্যতিক্রমী শিক্ষাগুরুর নাম নিতাই চন্দ্র মাইতি। অবসরের পরেও একদিনই স্কুল বন্ধ করেননি। জল, ঝড়, বন্যা সব কিছুকেই উপেক্ষা করে

অবসরের পর একটানা ২১ বছর ধরে ওই স্কুলেই শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। বর্তমানে নিতাইবাবুর বয়স ৮২ বছর।

স্কুলে গিয়ে যে ক্লাসেরই শিক্ষক থাকে না তিনি সেই ক্লাসের শিক্ষক হয়ে যান। বাংলা থেকে ইংরেজি, ফিজিক্স থেকে কেমিস্ট্রি সবেতেই সাবলীল তিনি। তবে এখন বয়স অনেকটা বেড়েছে। চোখে দেখতে সমস্যা হয়। তার পরেও স্কুলের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ তিনিই সামলান। স্কুল থেকে কত টাকা সাম্মানিক তাকে দেওয়া হয়? স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন দোলুই বলছেন, ধুর! স্কুল কী দেবে? উনি স্কুল থেকে এক পয়সাও নেন না। উল্টে পেনশনের বেশিরভাগ টাকাটাই ছাত্রছাত্রীদের জন্য খরচ করে দেন। প্রত্যন্ত গ্রামের এই মাস্টারমশাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে ডাক্তারদাদু। কার সর্দি হয়েছে, কার জ্বর, কার ভাইয়ের পেট ব্যথা সারছে না ডাক্তারদাদুর কাছে গেলে সব সমাধান আছে। ডাক্তারদাদু শুধু চিকিৎসা করেন না, বিনা পয়সায় সমস্ত ওষুধও দেন। তাতে না সারলে বড় ডাক্তার দেখানোর পর সেই প্রেসক্রিপশন দেখে ডাক্তারদাদুরই ওষুধ কিনে এনে দেন। শিক্ষকতা আসলে ধর্ম। যা নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয়। তবেই না তা অন্যকে দান করা যায়। একটানা ৬২ বছর ধরে এটাই নিতাইবাবুর রোজনামচা। প্রতিবছরই শোনা যায়, কতজন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন, শিক্ষারত্ন তো পাড়ায় পাড়ায়। তার পরেও এই নিতাইবাবুদের দিকে কারও নজর পড়ে না। আসলে নিতাইবাবু জীবনে যতটা না শিক্ষক তার থেকে অনেক বেশি গুরুমশাই। প্রচারের আড়ালে থেকেই সমস্ত রোজগার, সমস্ত আবেক, সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলতে পারেন, ছাত্রাণাং অধ্যায়নং তপঃ।

দিল্লিতে চোখ ধাঁধানো কনভেনশন সেন্টার ‘যশোভূমি’র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: দিল্লির দ্বারকায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার (আইআইসিসি) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রের তরফে এই কনভেনশন সেন্টার বা সম্মেলন কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছে ‘যশোভূমি’। ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ৭৩ তম জন্মদিনে নরেন্দ্র মোদি এই যশভূমি কনভেনশন সেন্টারের ফেজ ওয়ান উদ্বোধন করেন। এটি তৈরিতে খরচ হয়েছে ৫৪০০ কোটি টাকা।

যশোভূমি বিশ্বের অন্যতম বড় কনভেনশন সেন্টার বা সম্মেলন কেন্দ্র হতে চলেছে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে। যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে মোট আটটি তলা রয়েছে। ৭৩ হাজার বর্গ মিটারের কিছু বেশি এলাকা জুড়ে নির্মিত দিল্লির বুকের এই রাজকীয় কনভেনশন সেন্টারে রয়েছে ১৫টি কনভেনশন রুম। ১৩টি মিটিং রুম রয়েছে সেখানে। এই কনভেনশন সেন্টারের মোট প্রজেক্ট এলাকা ৮.৯ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে হাজার মানুষের বসার জন্য রয়েছে বন্দোবস্ত। যশোভূমিতে খাওয়াদাওয়া এবং নাচগানের জন্য একটি বলরুম রয়েছে। বলরুমে আনুমানিক আড়াই হাজার অতিথি একসঙ্গে বসে-দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন। সংলগ্ন খোলা জায়গায় বসতে পারবেন ৫০০ জন। সরকারি সূত্রের খবর, দিল্লি মেট্রোর এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের সঙ্গে এই বড় কনভেনশন সেন্টারকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। যশোভূমির প্রেক্ষাগৃহে ৬ হাজার অতিথির বসার বন্দোবস্ত রয়েছে। যে প্রদর্শনী ভবনগুলি তৈরি হয়েছে, তা ১.০৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তৈরি হয়েছে। কনভেনশন সেন্টারের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। প্রতিটি মেঝেয় বিভিন্ন ধরনের আলপনা করা রয়েছে। ভিতরের অনুষ্ঠানের আওয়াজ যাতে মূল কনভেনশন সেন্টারের বাইরে না বেরোতে পারে তার জন্য শব্দরোধী ধাতব সিলিন্ডারও লাগানো হয়েছে।

‘ঘরের ছেলে’ মোদির জন্মদিন সুরাতে অটোয় বিশেষ ছাড়

সুরাত, ১৭ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে গুজরাতে সাজসাজ রব। ঘরের ছেলে হওয়ার সুবাদে এ রাজ্যে মোদির জন্মদিন ঘিরে বাড়তি উৎসাহ। গুজরাতের মেহসেনা জেলার ভাদনগরে জন্ম হয়েছিল নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির। জন্মদিন পালনে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন সুরাতের অটোচালকেরা। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দিনভর পরিষেবায় ছাড় দিচ্ছেন তাঁরা। কেউ ৩০ শতাংশ কম ভাড়া নিচ্ছেন, কেউ আবার সানন্দে বিনামূল্যে পরিষেবার কথা ঘোষণা করেছেন। সুরাতের অন্তত এক হাজার অটোচালক এই অভিনব উদ্‌যাপনে শামিল হয়েছেন। জন্মদিনে নতুন একটি সরকারি প্রকল্প চালু করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার নাম ‘পিএম বিশ্বকর্মা’। এই প্রকল্পে মোদি দেশের কারিগর, নির্মাণশিল্পীদের সাহায্য করবেন।

অন্য দিকে, সুরাতের অটোচালকরা বেশির ভাগই জানিয়েছেন, রবিবার তাঁরা যাত্রীদের কাছ থেকে সাধারণ ভাড়ার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম টাকা নেবেন। স্থানীয় বিধায়ক পূর্ণেশ মোদি এই অটোচালকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বিশেষ ভাবে ৭৩ জন অটোচালককে ধন্যবাদ

দিয়েছেন তিনি। রবিবার ৭৩ বছরে পা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই বিশেষ ভাবে ৭৩ জন অটোচালক জানিয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাঁদের অটোতে যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করবেন।

নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশেই নানা কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির। রবিবার থেকে শুরু হবে দু’সপ্তাহব্যাপী ‘সেবা পাখওয়ারা’। এতে দলীয় সদস্যেরা দেশের নানা প্রান্তে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্যাম্প এবং পরিচ্ছন্নতার অভিযানের আয়োজন করবেন।

ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় সরব হলেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর: পুলিশ কর্মীর গাড়ির ধাক্কায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই ঘটনায় সরব হলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। অভিযোগ, প্রবল গতিতে যাওয়ার সময়ে ধাক্কা মারে ভারতীয় বংশদ্ভুত একজন ২৩ বছরের ছাত্রীকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জাহ্নবী কান্ডুলা নামে ওই ছাত্রীর। তবে এতদিন এই ঘটনা নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা শোনা যায়নি বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে। সম্প্রতি সেই ছাত্রীর পরিবারের হস্তক্ষেপে ফের সামনে এসেছে এই ঘটনাটি। জানা গেছে, ছাত্রী মৃত্যুর এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো হাসিঠাট্টায় মেতেছিল সেদিনের ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এক পুলিশকর্মী। এই কথা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দায় সরব সব মহল। এবার ভারতীয় ছাত্রী হত্যার এই ঘটনায় ঘটনাটির কথা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, ‘জীবন জীবনই হয়, এর কোনও মূল্য কেউই নির্ধারণ করতে পারে না।’ ৯ মাস আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা দেরিতে হলেও সকলের সামনে আসা উচিৎ, বক্তব্য প্রিয়াঙ্কার। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে ব্যক্ত করেছেন ‘দেশি গার্ল’। ঠিক কী ঘটেছিল?

জানুয়ারি মাসে ২৩ তারিখ সিয়াটলের কেভিন দেভ নামে এক পুলিশ কর্মী রাত ৮টা নাগাদ জরুরি তলব পেয়ে একটি ঘটনার তদন্তে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আরও একজন পুলিশ কর্মী ছিলেন। তাড়াহুড়োয় তিনি ঘণ্টায় ৭৪ কিলোমিটার বেগে ছোটাচ্ছিলেন গাড়িটি। সেই সময়েই ফাঁকা রাস্তা পার হচ্ছিলেন বছর ২৩-এর জাহ্নবী। ঠিক সেই সময়েই অত্যন্ত বেশি গতিতে থাকা পুলিশ ভ্যানটি প্রবল গর্জন করে একেবারে সামনে এসে পড়ে ওই ছাত্রীর। গতি অনেক বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি কেভিন। ওই ছাত্রীকে পিষে দিয়েই বেরিয়ে যায় গাড়ি।

সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় সেদিনের সেই ঘটনার ফুটেজ। সিসিটিভিতে দেখা যায় দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন কেভিন এবং তাঁর সঙ্গের সেই পুলিশ কর্মী। ড্যানিয়েল নামের ওই পুলিশ কর্মী সেই সময়ে নেশাগ্রস্ত ছিলেন কিনা তা তদন্ত করতে বলা হয়েছিল সিয়াটেল পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। তবে তদন্তে দেখা যায় এই ঘটনার পরেও কোনও রকম দুঃখ বা অনুতাপ ছিল না ওই দুই পুলিশ কর্মীর মধ্যে। বরং ড্যানিয়েলের মুখে বলতে শোনা যায়, ‘এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, একটি চেক লিখে দিলেই হবে।

৭৩ তন জন্মদিনে দিনভর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাবে পাওয়া গেল নরেন্দ্র মোদিকে। ১. দ্বারকায় মেট্রোয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খুদে সদস্যের আলাপ। ২. যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীতে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মোদি। ৩. জন্মদিনে পিএ বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা। আশীর্বাদ নিচ্ছেন বিশ্বকর্মার।

প্রশাসনের হুঁশ ফেরাতে কুয়োয় শুয়ে চলছে অনশন আন্দোলন

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর: অভিনব আন্দোলন। কুয়োয় শুয়ে আমরণ অনশন শুরু করেছেন মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার চান্দুর বাজার মহকুমার সোনোরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাসিন্দা বিলাস দত্তুজি চরজান। দাবি রাস্তাজুড়ে থাকা ওই কুয়ো সরাতে হবে।

মাসখানেক আগে, মারাঠা সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলনের জেরে গোটা রাজ্য জুড়ে আলোচনায় উঠে এসেছিল মারাঠা সমাজকর্মী মনোজ জারাঙ্গে পাটিলের নাম। ১৫ দিন ধরে আমরণ অনশন করেছিলেন তিনি। খোদ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ফলের রস খাইয়ে মনোজ জারেঙ্গের অনশন ভাঙিয়েছিলেন। এবার, মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় মনোজ জারঙ্গের আন্দোলনের মতোই আরও এক অভিনব আন্দোলন শুরু হয়েছে। মনোজ জারঙ্গের মতো সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে বিলাস দত্তুজি চরজানের। বিলাস চরজানের আন্দোলনের পরিসর মনোজ জারাঙ্গের মতো বিশাল নয়। খুব ছোট্ট বিষয় নিয়েই তিনি আন্দোলনে নেমেছেন। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতা এবং তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীর একরোখা মনোভাবের কারণে, এই আন্দোলনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। অমরাবতী জেলার চান্দুর বাজার মহকুমার সোনোরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাসিন্দা বিলাস দত্তুজি চরজান। সোনোরির ১ নম্বর ওয়ার্ডের এক রাস্তার শুরুতে একটি বড় কুয়ো রয়েছে। ওই কুয়োটি প্রায় গোটা রাস্তাটিই দখল করে রয়েছে। কুয়োটি সরানোর জন্য, গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকবার দাবি জানিয়েছেন বিলাস চরজান। তাঁর দাবির লিখিত জবাবও দিয়েছিল প্রশাসন। বিলাসের দাবি, দ্রুত ওই রাস্তা থেকে কুয়োটি সরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু তারপর থেকে সাত-আট মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, লিখিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। এবার, রাস্তা থেকে কুয়োটি সরাতে, ওই শুকনো কুয়র মধ্যেই একটি খাট ফেলে কুয়োর মধ্যেই অনশন শুরু করেছেন। কুয়োটিতেই ঘুমোচ্ছেন তিনি। আর, কুয়োর বাইরে সাইন বোর্ডে লেখা আছে আন্দোলনের কারণ।

বিলাস চরজান বলেছেন, ‘গত দুই বছর ধরে রাস্তার মধ্য থেকে এই কূপটি সরানোর জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু, শুধু লিখিত আশ্বাস দিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ১১ অগস্টের মধ্যে ওই কুয়ো সরানোর লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, আজ পর্যন্ত তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অবিলম্বে যাতে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার জন্যই আমি অনশন শুরু করেছি।’ গত ছয় দিন ধরে টানা ওই কুয়োর মধ্যে অনশন করছেন বিলাস চরজান। কিন্তু, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিলাস বলেছেন, তআপনাদের দাবি মানা না হলে, হিংসার পথে না গিয়ে, অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং ধৈর্য্য ধরে আন্দোলন করাই সমাধানের পথ। এই পথে দাবি পূর্ণ হতে কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু প্রশাসন ও শাসকদের আমাদের সামনে নতজানু হতেই হবে। আপনার দাবি সঠিক হলে, এটা ঘটবেই।দএরপরও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নিলে, কুয়োর ভিতরেই তিনি আত্মহত্যা করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিলাস চরজান। তারপরই টলক নড়েছে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। বিলাস চরজানের অভিনব আন্দোলনের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে। পুলিশ ও প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্তা ঘটনাস্থলেই রয়েছেন। কিন্তু, সোনোরির পঞ্চায়েত প্রধান, কিংবা তাঁর সহকারি বা শাসক দলের কোনও সদস্যের এখনও ঘটনাস্থলে পা পড়েনি। বিলাসের দাবি কতদিনে পূর্ণ হয়, এখন সেটাই দেখার।

‘ইন্ডিয়া’-কে মজবুত করতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে সহযোগিতার নির্দেশ সনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে হঠাতে রাজ্যেও জোট হওয়া খুব জরুরি। আর সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে। বিজেপি বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিকদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যে প্রদেশ নেতৃত্বকে সহযোগিতা করার বার্তা দিলেন সনিয়া গান্ধী। রবিবার হায়দরাবাদে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সনিয়া বলেছেন, ইন্ডিয়া-র শরিক দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসকে সহযোগিতা করতে হবে। রাহুল গান্ধীও একই ভাবে বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে মজবুত করার কথা বলেছেন। ইতিবাচক বার্তা দিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে ‘ইন্ডিয়া’-কে মজবুত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের গঠন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপিকে নড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইন্ডিয়া-র নির্বাচনী সাফল্যের প্রতিজ্ঞা করছে।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, এক্ষেত্রে সনিয়া বা রাহুল আলাদা ভাবে পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও দিল্লির কথা উল্লেখ করেননি। তবে মনে করা হচ্ছে এই রাজ্যগুলিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে নমনীয় হওয়ার বার্তা দেওয়া হল। দলের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, সিংহভাগ রাজ্যেই ইন্ডিয়া-র শরিক দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়ে রয়েছে বা হতে সমস্যা হবে না। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ও পঞ্জাব। এই তিন রাজ্যের প্রদেশ

নেতৃত্বের তরফে তৃণমূল ও আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। তাই সনিয়ার বার্তা এই তিনটি রাজ্যের জন্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন। ;পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তৃণমূল শিবিরও চাইছে, কংগ্রেস আসন সমঝোতার প্রশ্নে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক। অক্টোবর মাসের মধ্যে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করে ফেলা হোক। আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টিও দ্রুত আসন সমঝোতা চাইছে। দু’দিন আগেই ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বিবৃতিতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডি-র সমনকে প্রতিহিংসার রাজনীতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। রবিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মন্তব্য করেন, মুম্বইতে বিরোধীদের জোট ইন্ডিয়া-র বৈঠকের পরে ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরকে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী নেতাদের উপরে বদলা নিতে মাঠে নামিয়েছে।

উত্তর আমাজনে বিমান দুর্ঘটনায় মত্যু ১৪ জনের

সাও পাওলো, ১৭ সেপ্টেম্বর: উত্তর আমাজনে যাত্রী-সহ ভেঙে পড়ল বিমান। দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১২ জন যাত্রী এবং দু’জন বিমানকর্মী ছিলেন তাতে। দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, উত্তর আমাজনের রাজধানী মানাউস থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে বার্সেলোস প্রদেশে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁশবেড়িয়া শাখা
৪৫, রুদ্র মেইন রোড, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৫০২
ফোন নং: ০৩৩২৬৩৪৭৮৭১/৬৪৭২। ই-মেইল: sbi.05919@sbi.co.in
সংশোধনী
এটি সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে যা ১৩.০৯.২০২৩ তারিখে সংবাদপত্র ‘একদিন’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পয়েন্ট নং ৩ এর ব্যাঙ্ক বিবরণে একটি টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি ছিল। এটি SBIN00005919 এর পরিবর্তে SBIN0005919 হিসাবে পড়তে হবে। বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

INSTITUTE MANAGEMENT COMMITTEE OF MANBHUM PRIVATE ITI
Vill-Moutorh, P.S-Raghunathpur, Dist-Puruliya West Bengal, Pin-723145
Chairman, IMC of MANBHUM PRIVATE ITI invites sealed quotation from eligible bidder towards Supply, Testing, Installation & Commissioning of Tools, Equipment and Machineries for various trades at MANBHUM PRIVATE ITI as per details available in Tender Schedule - A vide Tender No- IMC MPITI/Pur/0007 at MANBHUM PRIVATE ITI in West Bengal.
Tender Documents will be available from MANBHUM PRIVATE ITI on & from 19 th September, 2023 to 4th October, 2023 within 11 a.m. to 05.00 p.m. except Sunday & State Government notified holidays. Last date for submission of Tender Documents is 4 th October, 2023 upto 05.00 p.m.
Sd /-
Chairman
IMC of Manbhum Private ITI

মূল্যবৃদ্ধির জেরে খাবারের পয়সা নেই, স্যান্ডউইচ ছোট করল বিক্রেতা সংস্থা

পাকিস্তান, ১৭ সেপ্টেম্বর: অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তান এমনই ধাক্কা খেয়েছে যে মূল্যবৃদ্ধির জেরে ক্ষিদেয় কাতর গোটা দেশ। সাধারণ পেট ভরানোর খাবারটুকুর জন্যও হিমশিম খেতে হচ্ছে পাকিস্তানে নাগরিকদের। সেই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খাবারের পরিমানও কমাতে শুরু করেছে রেস্তোরাঁ বা ফুড চেনগুলো। এরই মধ্যে এক নতুন কৌশল নিয়ে জনপ্রিয় এক মার্কিন ফুড চেন সংস্থা। দাম যখন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, তখন তারা আকারে ছোট করে দিল তাদের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচ। খাবারের মান একই থাকলে আকারে প্রায় অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে স্যান্ডউইচগুলিকে। এই সংস্থার আউটলেট রয়েছে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে। এদের সংস্থায় মূলত ৬ ইঞ্চি ও ১২ ইঞ্চির স্যান্ডইউচ পাওয়া যেত এতদিন পর্যন্ত। এবার প্রথম তারা আনল ৩ ইঞ্চির স্যান্ডউইচ। পাকিস্তানের মূল্যবৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন সংস্থার কর্তা।পাকিস্তানের মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ছে এই নিয়ে টানা তিন মাস। সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। শুধু ওই বিদেশি ফুড চেনই নয়, পাকিস্তানের সব রেস্তোরাঁই দাম বাড়ানোর পাশাপাশি পরিমানও কমিয়ে দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের তরফ থেকে বড় অঙ্কের ঋণও নিয়েছে পাকিস্তান। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম পার করেছে ৩০০ টাকা। পাকিস্তানি মুদ্রার দাম হু হু করে কমেছে গত তিন মাসে। এবার আকারেও কমল স্যান্ডউইচ।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ক্রিমেটোরিয়াম), এইচএমসি, এইচএমসি অধীনে ১ (এক)টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি পরিযোধের সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
টেন্ডার নোটিশ নং : ED/Crematorium/09/23-24 তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩ টেন্ডার আইডি : 2023_MAD_570010_1
১৫০(২) / ২৩-২৪
১৬.৯.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NOTICE
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED
REGISTERED OFFICE 1, BISHOP LIFROY ROAD, KOLKATA, WEST BENGAL – 700020
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the company have been lost / misplaced and holders of the securities have applied to the company to issue duplicate share certificates.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with this date, else company will proceed to issue duplicate share certificates without further intimation.

Sr. No	Name of the holders	Kind of Securities and face value	No of Securities	Distinctive Nos.
1	Sharad Dattatraya Bal	Equity Shares of Rs. 1	2100	16910861
2	Vrinda Sharad Bal			16912960

Place – Kolkatta
Date – 13/09/2023
Holders
Sharad Dattatraya Bal
Vrinda Sharad Bal

ম্যাচসেরার পুরস্কারের টাকা মাঠকর্মীদের দিলেন সিরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহম্মদ সিরাজের মুখ থেকে পুরো সময় হাসি সরছিল না। এশিয়া কাপের ফাইনালের ম্যাচসেরার নাম ঘোষণার পর তাঁর হাসিটা যেন আরও চওড়া হলো।

পুরস্কার বিতরণের মঞ্চে ম্যাচসেরার পুরস্কারটা হাতে নিয়ে কথা বলতে গেলেন সঞ্চালক রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে। পুরস্কারের অর্থটা শ্রীলঙ্কার মাঠকর্মীদের উপহার দেওয়ার কথা তখনই জানালেন ভারতীয় এই পেসার, 'এই অর্থ পুরস্কারটা গ্রাউন্ডসম্যানদের জন্য। তাঁদের ছাড়া এই টুর্নামেন্টটা হতো না।' সিরাজের এই ঘোষণাকে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের দর্শকেরা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান।

সিরাজের বোলিংয়ের প্রসঙ্গটাও এসেছে পুরস্কার বিতরণের মঞ্চে। ক্যারিয়ার সেরা ২১ রানে ৬ উইকেট নেওয়া সিরাজ আজকের বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য নিজের ভাগ্যকে কিছুটা কৃতিত্ব দিলেন, 'আমি গত কয়েক ম্যাচে ভালোই বোলিং করছিলাম। অনেক বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে যাই যাই করছিল। আজ সেই ব্যাটের কানা খুঁজে পেয়েছি।'

প্রেমাদাসার উইকেটও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, 'উইকেটে আজ বল সিম করছিল। সুইংও ছিল। তাই আমি ফুল লেংথে বল করার চেষ্টা করেছি।' যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামির সঙ্গে বোলিং জুটিও সিরাজকে আক্রমণাত্মক বোলিং করার সুযোগ করে দিয়েছে, 'ফাস্ট বোলারদের মধ্যে যখন বোঝাপড়াটা ভালো হয়, তখন ভালো কিছু হয়।'

সিরাজকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও, 'সিরাজকে অনেক কৃতিত্ব দিতেই হয়। সে সুইং করাতে পারে, সিম মুভমেন্টও করাতে পারে। সব পেসারদের মধ্যে এই দক্ষতা থাকে না। সে এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে।'

সিরিজের মতো এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান জয় শাহও শ্রীলঙ্কার কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। টুইটারে তিনি ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'নেপথ্য নায়কদের বাহবা দিতেই হয়। এসিসি ও শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড কলম্বো ও ক্যান্ডির কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার দিতে পেরে গর্বিত।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও নিবেদন এবারের এশিয়া কাপকে স্মরণীয় টুর্নামেন্টে পরিণত করেছে। উইকেট তৈরি থেকে শুরু করে মসৃণ আউটফিল্ড, তাঁরা জমজমাট ক্রিকেট ম্যাচের মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন।'

এক ওভারে চার উইকেটের কৃতিত্ব মহম্মদ সিরাজের

কলম্বো: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের ফাইনালে দুরন্ত শুরু ভারতের। মহম্মদ সিরাজ ও জসপ্রীত বুমরার আগুনে বোলিংয়ের সামনে ধরাশায়ী শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইনের টপ অর্ডার। বিশেষ করে চতুর্থ ওভারে ৬ বলে ৪ উইকেট নিয়ে ইতিহাস গড়লেন মহম্মদ সিরাজ। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে নিজের ৫০ উইকেটও পূরণ করলেন সিরাজ।

কলম্বোতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায় ভারতের পেস অ্যাটাকের সামনে। প্রথম ওভারে বুমরাহ সাজঘরে ফেরত পাঠান কুশল পেরেরাকে। খাতা না খুলেই আউট হন শ্রীলঙ্কার ওপেনার। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওভার কোনও রকমে টিকে থাকেন লঙ্কান ব্যাটাররা। চতুর্থ ওভারে বল করতে এসে খেলার রং পাল্টে দেন মহম্মদ সিরাজ। ৬ বল করে এক ওভারেই ৪ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েন তিনি। হ্যাটট্রিক করারও সুযোগ ছিল। যদিও তা হয়নি। চতুর্থ ওভারে সিরাজের শিকার হন পাথুম নিসাঙ্কা, সাদিরা সামিরাবিক্রমা, চারিথ আসালঙ্কা ও ধনঞ্জয়া ডি সলভা। ষষ্ঠ ওভারে এসে নিজের পঞ্চম উইকেট শিকার করেন সিরাজ। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা এবার আউট হন সিরাজের বলে। ১২ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা।

১২ তম ওভারে এসে নিজের ষষ্ঠ উইকেট শিকার করেন মহম্মদ সিরাজ। এবার সিরাজের আগুনে ডেলিভারির শিকার হন কিছু সময় লড়াই করা শ্রীলঙ্কার একমাত্র ব্যাটার কুশল মেন্ডিজ। ১৭ রান করে বোল্ড হন তিনি। প্রথম ৭ ওভারে ১টা মেডেন সহ ২১ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন সিরাজ।

মহামেডান মাঠে কলকাতা লিগে মহামেডান বনাম খিদিরপুরের খেলার বিরতিতে বিগত ৩১ আগস্ট মহামেডান বনাম আর্মি রেড এর খেলা চলাকালীন মহামেডান মাঠে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত মহামেডান সমর্থক মোঃ সিরাজউদ্দিন ওরফে রাজকুমারের পরিবারের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মাননীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরে সচিব শ্রী রাজেশ সিনহা। এছাড়াও আই এফ এ'র পক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে এক লক্ষ ও মহামেডান ক্লাবের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয় মৃত সমর্থকের পরিবারের হাতে।

অধরা সোনা, ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় স্থানে নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউজিনে অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগে পুরুষদের জ্যাভলিন ইভেন্টে দ্বিতীয় হলেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। অল্পের জন্য দ্বিতীয় হলেন তিনি। এই নিয়ে পরপর দুটি ডায়মন্ড লিগে রুপো জিতলেন নীরজ।

শনিবার রাতে ৮৩.৮০ মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়ে নীরজ পেলেন দ্বিতীয় স্থান। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে সোনা জেতার পর নীরজের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ৯০ মিটার অতিক্রম করা। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণে এবারও ব্যর্থ হলেন তিনি। নীরজকে টপকে প্রথম স্থান পেলেন চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাতকুব ভাদলেচ। তিনি ছোঁড়েন ৮৪.২৪ মিটার।

ফাইনালের সময় নীরজকে তার ছন্দে দেখা যায়নি। তিনি তার দুটি প্রচেষ্টায় ফাউল করেছিলেন, বাকিটিতে তাকে একেবারেই সাধারণ লাগছিল। নীরজ যদি এবার ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের শিরোপা জিততে সফল হতেন, তাহলে তিনি প্রথম ভারতীয় এবং বিশ্বের একমাত্র তৃতীয় খেলোয়াড় হতেন। তার আগে, চেক প্রজাতন্ত্রের ভিটেজস্লাভ ভেসেলি ২০১২ এবং ২০১৪৩ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, যখন জাকুব ভ্যাডলেচ ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

এদিন প্রথম থ্রো-তে ব্যরর্থ হন নীরজ। দ্বিতীয় থ্রোতে তিনি ছুঁড়লেন ৮৩.৮০ মিটার। তৃতীয় থ্রোতে নীরজ ছোঁড়েন ৮১.৩৭ মিটার। চার নম্বর থ্রো-তে ফের ব্যর্থ হন নীরজ। পঞ্চম থ্রোয়ে তিনি অতিক্রম করেন ৮০.৭৪ মিটার। শেষ থ্রোয়ে নীরজ ছোঁড়েন ৮০.৯০ মিটার।

চলতি বছর এটাই সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স নীরজের। এই মরশুমে এর আগে সব ইভেন্টেই ৮৫ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন ভারতের সোনার ছেলে। তবে এর জন্য অনেকেই দায়ী করছেন ইউজিনের আবহাওয়াকে। প্রবল বেগে হাওয়া থাকায় কোনও অ্যাথলিটই নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি। এমনকী প্রথম স্থানে থাকা জ্যায়কুব ভাদলেচও ৮৫ মিটার ছোঁড়েননি।

সমস্যা পিছু ছাড়ছে না সুনীলদের

ছাড়পত্র পেলেন না ১২জন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: একের পর এক সমস্যা- এশিয়ান গেমসের আগে ভারতীয় ফুটবল দল একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। প্রথমে ক্লাবগুলোর ফুটবলার ছাড়া নিয়ে সমস্যা, তার পর আবার এখন চিনে যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে জটিলতা। একেবারে নাজেহাল অবস্থা হচ্ছে এশিয়ান গেমসের ফুটবল টিমের। এমনিতেই অনেক কষ্টে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছ থেকে এশিয়ান গেমসে খেলতে যাওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করেছিল ফেডারেশন। সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছিলেন খেলা ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিম্যাচ। কিন্তু এত কাঠখড় পোড়ানোর পরেও একের পর এক বাধার মুখোমুখি হচ্ছে এশিয়ান গেমসে খেলতা যাওয়া পুরুষ ফুটবল দল।

রবিবার বিকেলে চিনের হ্যাংঝুতে রওনা হওয়ার কথা সুনীল ছেত্রীদের। কিন্তু শনিবার রাত ১০টা পর্যন্ত ১২ জন ফুটবলারের এশিয়ান গেমসের ছাড়পত্রই (ই-অ্যাক্রিডিটেশন) এসে পৌঁছয়নি। এই ১২ জন ফুটবলার হলেন; লালচুংনুঙ্গা, চিংলেনসানা সিংহ, জাফর নুরানি, সুমিত রাঠি, স্যামুয়েল জেমস, ভিন্সি ব্যারেটো, আব্দুল রাবেয়া, আয়ুশ ছেত্রী, গুরকিরত সিংহ, ব্রাইস মিরান্ডা, দীপক টাংরি এবং বিশাল যাদব। স্বাভাবিক ভাবেই এই ১২ ফুটবলার কী করবেন, কবে যাবেন, সব কিছু নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র জট।

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দেয়নি। আসলে ভারতীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী দলগত বিভাগে সুযোগ পেতে এশিয়ার মধ্যে প্রথম আটে থাকতে হবে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দল ছিল ১৮ নম্বরে। একই নিয়মে ২০১৮ এশিয়ান গেমসেও খেলতে পারেনি ভারত। তবে গত এক বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলের অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখার পরে নরম হয় ক্রীড়মন্ত্রক। সুনীল ছেত্রীরা পরপর তিনটি আন্তর্জাতিক ট্রফিও জিতেছিলেন। সব মিলিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রকের উপর চাপও বাড়ছিল। ভারতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিম্যাচ খোদ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। ফেডারেনশন কর্তাদের তৎপরতায় অবশেষে এশিয়ান গেমসের জন্য ছাড়পত্র পায় ভারতীয় ফুটবল দল।

তবে এশিয়ান গেমসে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল দল গড়তে গিয়ে। কারণ, ক্লাবগুলি ফুটবলার ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না। তাদের যুক্তি ছিল, এশিয়ান গেমস ফিফার আন্তর্জাতিক সূচিতে থাকে না। সেই কারণে ফুটবলার ছাড়তে বাধ্য নয় কোনও ক্লাবই। এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারেরাই মূলত খেলে। শুধু তিন জন সিনিয়র ফুটবলার খেলানোর অনুমতি পাওয়া যায়। সেই তিন জনের মধ্যে প্রথমে শুধু সুনীল ছেত্রীকেই পাওয়া গিয়েছিল। পরে সন্দেশ ঝিঙ্গানকেও ছাড়া হয়। তবে স্টিম্যাচ গোলকিপার হিসেবে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে চেয়েছিলেন। সুনীলকে ছাড়লেও বেঙ্গালুরু গুরপ্রীতকে ছাড়েনি। এছাড়াও চিংলেনসানা, লালচুংনুঙ্গা, বিশাল যাদবকেও ক্লাবগুলো ছাড়লে, তাদের দলে নেওয়া হয়। এবং নতুন করে এশিয়ান গেমসের জন্য দল ঘোষণা করা হয়। তার পরেও ফের সমস্যায় পড়েছে স্টিম্যাচের দল। এক ফেডারেশন সভাপতি আনন্দবাজারকে বলেছেন, 'ফুটবলারদের নাম পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল ৩১ জুলাই। যাঁরা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা পাননি, তাঁদের ই-অ্যাক্রিডিটেশন থাকতে হবে। তা না হলে হ্যাংঝুতে এশিয়ান গেমসের ভিলেজে প্রবেশ করতে পারবেন না। এই ১২ জনের ই-অ্যাক্রিডিটেশন এখনও আসেনি।' এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে আবার বলেছেন, '১৯ সেপ্টেম্বর আমাদের প্রথম ম্যাচ চিনের বিরুদ্ধে। চেষ্টা করছি রবিবার দলের সঙ্গেই ওঁদের পাঠানোর।'

১৯ লক্ষ টাকা অনুদান, ফিফা ভিডিয়ো গেম থেকে সরাসরি ফুটবল মাঠে মার্টিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাগ ফিফা ভিডিয়ো গেম খেলতে অভ্যস্ত ২২ বছরের ছেলেটি। গোলগাল চেহারা। সেই মার্টিন পোধাজস্কিকে কিনা চেক প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় ডিভিশনের ফুটবল টিম সই করাল। শুধু কি সই, এফকে উস্তি নাদ লাবেম একেবারে ক্যাপ্টেন হিসেবে বরণ করেছে তাঁকে। কখনও ফুটবল না খেলা মার্টিন কি প্রতিভাবান ফুটবলার? না, কোনও ভাবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। উল্টে তাঁর ফুটবল মাঠে পা রাখার পিছনে রয়েছেন তাঁর বাবা। আর সেটাই এই দলবদলের খবরকে ভাইরাল করে দিয়েছে ফুটবল বিশ্বে।

মার্টিনের বাবা ছেলেকে ফুটবলার দেখতে চান। সেই ইচ্ছে পূরণ করার জন্য এফকে উস্তি নাদ লাবেম ক্লাবকে ২২ হাজার ডলার অনুদান দিয়েছেন। চেক অর্থে যা ৫ লক্ষ করুনা। তাতেই তৃতীয় ডিভিশনের ওই ক্লাব সই করিয়েই ক্যাপ্টেন্স ব্যান্ড তুলে দিয়েছে। মার্টিন আইনের ছাত্র। তাঁর এই সইকে বলা হচ্ছে ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সই। ক্লাবের ক্যাপ্টেন জাকুব মারেসকে রাতারাতি সরিয়ে দিয়ে টিমের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মার্টিনের কাঁধে। ক্লাবের প্লেয়ার তো বটেই, সমর্থকরাও এই ঘটনায় অবাক হয়ে গিয়েছেন। ক্লাবের হয়ে ইতিমধ্যে অভিষেকও হয়ে গিয়েছে মার্টিনের। শেষ ১০ মিনিট মাঠে নেমেছিলেন তিনি। তার আগের দিন গিয়েছিলেন ট্রেনিংয়ে। প্রশ্ন উঠছে, ফুটবলকে এ ভাবে ছেলেখেলার পর্যায়ে কেন নিয়ে গেলেন ক্লাব কর্তারা?

বিতর্ক যতই থাকুক, ক্লাবের চেয়ারম্যান প্রিমিসল কুবান কিন্তু তোয়াক্কাই করছেন না। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি, 'মার্টিন কখনও ফুটবল খেলেনি। শুধু ফিফা গেমস খেলেছে কম্পিউটারে। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, ৫ লক্ষ করুনা কিন্তু রোজ রোজ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। যদি কেউ আমাকে এমন অর্থ দেয়, আমি যাকে-তাকে নিয়ে নিতে পারি। মার্টিন বলেছিল, ও ফুটবল খেলতে চায়। তারপর ওর বাবা ফোন করে। ব্যাপারটা তখন থেকে এগোতে শুরু করে। ঘরের মাঠে ওকে খেলতে দেখে নিয়েছে সমর্থকরা।'

মার্টিনের সই নিয়ে যতই হইচই হোক, একদল সমর্থক, যাঁরা ক্লাবের হালহকিকতের খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন আর্থিক ভাবে ভালো জায়গায় নেই এফকে উস্তি নাদ লাবেম। মার্টিনকে নেওয়ায় আর্থিক সঙ্কট খানিকটা হলেও কাটাতে পেরেছে ক্লাব।

পাননি প্রায় ১৭৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা!

জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছেন রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতালির ক্লাব জুভেন্তাসের জার্সিতে তিন বছর খেলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে সিরি আ'র ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেখানে ১০১টি গোল করেন। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এবার তাঁর প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধেই মামলা করতে চলেছেন। পাওনা বেতন না দেওয়ার অভিযোগেই এবার আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন সিআরসেভেন। ইতালির লা গ্যাজেত্তা দেল এ প্রসঙ্গে ২০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, জুভেন্তাস নাকি রোনাল্ডোর ১৯.৯ মিলিয়ন ইউরো অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা দেয়নি। প্রাক্তন ক্লাব জুভেন্তাসের কাছে এই টাকা পাবেন রোনাল্ডো।

করোনা অতিমারির সময় মূলত বেতন স্থগিত করার অনুরোধ জানালে সে সময় রোনাল্ডো তা মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সময় পেরিয়ে গেলেও সেই টাকা ক্লাব থেকে পাননি রোনল্ডো। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিনি। তাই পাওনা আদায়ে ক্লাবটির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আল নাসেরে খেলা ফরোয়ার্ড। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে কোভিডের সময় আর্থিক সমস্যায় পড়েছিল জুভেন্তাস। সেই সময়ে ক্লাবের তরফ থেকে বলা হয় পরে এই অর্থ দেওয়া হবে। রোনাল্ডো তখন সেটি মেনে নেন। তবে পরে সেই ১৯.৯ মিলিয়ন ইউরো আর রোনাল্ডোকে দেয়নি জুভেন্তাস। এমন অভিযোগে ইতালির ক্লাবের

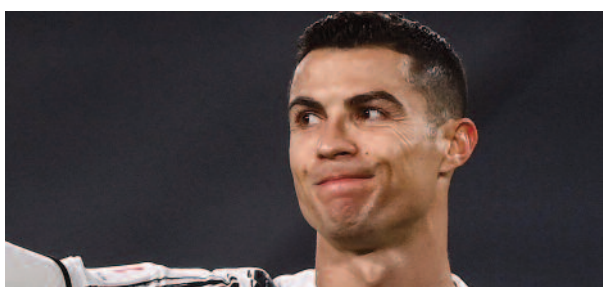

বিরুদ্ধে সরব তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ২০১৮ সালে রেকর্ড ১১৭ মিলিয়ন ইউরোয় জুভেন্তাসে যোগ দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। চার মরশুম খেলার পর ২০২১ সালের অগস্টে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফিরে যান সিআরসেভেন। রোনাল্ডোর অভিযোগ, ইতালির ক্লাব ছাড়ার সময় তাঁকে কোভিডের কথা বলে ১৯.৯ মিলিয়ন ইউরো দেয়নি জুভেন্তাস। পরে এখনও সেই অর্থ পাননি তিনি।

জুভেন্তাসের তরফ থেকে রোনাল্ডোকে বলা হয়েছিল কোভিডের সময় কেটে এই অর্থ তাঁকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই বলে ক্লাবের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বারবার জানানো সত্ত্বেও রোনাল্ডোকে সেই অর্থ দিচ্ছে না জুভেন্তাস। সৌদি আরবে খেলায় ব্যস্ত রোনাল্ডো এখন তুরিনের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে ইতালির আদালতে জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার মামলা করার কথা ভাবছেন। এমনটা হলে আরও সমস্যায় পড়বে জুভেন্তাস।সর্বশেষ মরশুমে দলবদলের চুক্তি ও অর্থ নিয়ে মিথ্যাচার করায় এমনিতেই ১০ পয়েন্ট কাটা গেছে জুভেন্তাসের। লিগে পয়েন্ট তালিকায় ৭ নম্বরে থেকে শেষ করায় উয়েফার কোনও প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়নি তারা। এমনকি আর্থিক ফেয়ার প্লে নীতি ভঙ্গ করায় একবছরের জন্য ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা থেকে তাদের নিষিদ্ধও করেছে উয়েফা। গত মরশুমে জুভেন্তাসকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়েছিল। এবার আরও একটি সমস্যার সামনে পড়েছে ক্লাবটি।

চোট পেসারের, শেষ মুহূর্তে ভারতীয় দলে ঢুকে পড়লেন বাংলার আকাশ দীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ মুহূর্তে এশিয়ান গেমসের ভারতীয় ক্রিকেট দলে বদল। শিবম মাভির জায়গায় দলে ঢুকে পড়লেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। শনিবার রাতে বিসিসিআইয়ের তরফে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

এশিয়ান গেমসে এবার ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে টি-২০ ফরম্যাটে। সেই টুর্নামেন্টের জন্য দ্বিতীয় সারির দল পাঠাচ্ছে ভারত। ঋতুরাজ গাকোয়াড়ের নেতৃত্বে সেই দলে রয়েছেন রিঙ্কু সিং, যশস্বী জয়সওয়ালরা। ওই দলের পেসার শিবম মাভি চোট পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে তাঁর বদলে দলে নেওয়া হল বাংলার আকাশ দীপকে।

শনিবার বিসিসিআই জানিয়েছে, মাভির পিঠে চোট রয়েছে। সেই কারণে এশিয়ান গেমসে খেলতে পারবেন না তিনি। সেই জায়গায় সুযোগ পেলেন আকাশ। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতে নিয়মিত ভাল খেলছেন আকাশ। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়েও গত মরশুমে নজর কাড়েন তিনি। সব মিলিয়ে বাংলার তিন ক্রিকেটার এশিয়ান গেমসের জাতীয় দলে। আকাশের পাশাপাশি রয়েছেন শাহবাজ আহমেদ এবং মুকেশ কুমার। এশিয়ান গেমসে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ছেলেদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। এদিন অবশ্য মেয়েদের দলেও একটি পরিবর্তন করেছে বিসিসিআই। অঞ্জলি শর্বাণীর জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে পূজা বস্ত্রকারকে। অঞ্জলিও বাদ পড়েছেন চোটের কারণে। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হয়ে যাচ্ছে মঙ্গলবার থেকেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**